বাংলাদেশ স্কাউটস এর মুখপত্র

অগ্রদূত

AGRADOOT

বর্ষ ৬৩, সংখ্যা ০৮, শ্রাবণ-ভাদ্র, ১৪২৬
আগষ্ট ২০১৯

এ সংখ্যায়

- বঙ্গবন্ধু: রাজনীতির মহাকবি, ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ
- FIRST NATIONAL ROVERMOOT (NEPAL)
- সোনারু
- বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ
- স্কাউটিং কার্যক্রমের ছবি
- তথ্য-প্রযুক্তি
- ছড়া-কবিতা
- ভ্রমণ কাহিনী
- স্কাউট সংবাদ

বাংলাদেশ স্কাউটস

বাংলাদেশ স্কাউটস এর মুখপত্র

অগ্রদূত
AGRADOOT

বর্ষ ৬৩ সংখ্যা ০৮
শ্রাবণ-ভাদ্র ১৪২৬
আগষ্ট ২০১৯

প্রধান উপদেষ্টা
ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান

সম্পাদক
মোঃ আবদুল হক

সম্পাদনা পরিষদ
সরোয়ার মোহাম্মদ শাহরিয়ার
আখতারুজ জামান খান কবির
মোঃ মহসিন
মোঃ মাহমুদুল হক
মোহাম্মদ আতিকুজ্জামান রিপন
ফাহমিদা
মাহমুদুর রহমান
মাহবুবা খানম
মোঃ জিয়াউল হুদা হিমেল

নির্বাহী সম্পাদক
রাসেল আহমেদ

সহ-সম্পাদক
জন্মজয় কুমার দাশ
মোঃ আরমান হোসেন
মো. এনামুল হাসান কাওছার
জে এম কামরুজ্জামান
শেখ হাসান হায়দার শুভ

চিত্রশিল্পী
মতুরাম চৌধুরী

প্রচ্ছদ ও গ্রাফিক্স
মোহাম্মদ মিরাজ হাওলাদার

বিনিময় মূল্য
বিশ টাকা

বাংলাদেশ স্কাউটস
৬০, আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম রোড
কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।
ফোন: ৯৩৪২০৫৮, ৯৩৩৩৬৫১
পিএবিএক্স, সম্প্রসারণ-১২৬
মোবাইল: ০১৭১২-৭৫৫০১৯ (বিকাশ নম্বর)
ফ্যাক্স: ৮৮০২-৯৩৪২২২৬

ই-মেইল
bsagrodoot@gmail.com
pr@scouts.gov.bd

মাসিক অগ্রদূত বাংলাদেশ স্কাউটসের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাচ্ছে।

ক্লিক করুন
www.scouts.gov.bd

সম্পাদকীয়

"সকাতরে ওই কাঁদিছে সকলে, শোনো শোনো পিতা।
কহো কানে কানে, শুনাও প্রাণে প্রাণে মঙ্গলবারতা।"

সকল রাজনৈতিক মতাদর্শের উর্ধ্বে যে সত্যটি বাঙালি মননে প্রবল শ্রদ্ধায় প্রতিষ্ঠিত, ইতিহাসের যে ছত্রটি কূটতর্কের চর্চিত সীমানার বাইরে- তা হল; বাঙালি জাতির পিতা, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বাংলাদেশ একটি অভ্রান্ত, অখণ্ড ও অবিভাজ্য সত্তা। পিতা যথার্থই আজ এ জনপদের নাগরিক মানসে অনন্য গরিমায় উৎকীর্ণ। অথচ ইতিহাসের নির্মম সত্য এই যে, আমাদের এ দেশের মাটিতেই কিছুসংখ্যক বিপথগামী নরপশুদের হাতে তাঁকে প্রাণ দিতে হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড শুধু সভ্যতার নিষ্ঠুরতম পদস্খলন নয়; একটি রাজনীতি, একটি আদর্শকে সমূলে উৎপাটন করার সুসংগঠিত ষড়যন্ত্রের ফসল। '৭১-র রণাঙ্গনে জনতার মহাকাব্যিক বিজয়ে কুঁকড়ে যাওয়া পরাজিত শক্তির কাপুরুষোচিত প্রতিশোধের নগ্ন নজির, প্রগতির আলোকরেখায় বাঙালির এগিয়ে চলার অভিমুখকে ঘুরিয়ে দেয়ার সীমাহীন ঔদ্ধত্য।

জাতির পিতার হন্তারকদের সর্বোচ্চ বিচার প্রক্রিয়ার কাজ দ্রুত সম্পন্ন করে রায় বাস্তবায়ন করা এখন সময়ের দাবিই শুধু নয়, এদের সমূলে উৎপাটন করে আমাদের সক্ষমতা প্রমাণের সময়ও এখনই।

এবারের অগ্রদূত সংখ্যায় বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে তরুণদের ভাবনা, আবেগ ও এর প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে প্রচ্ছদ রচনা প্রকাশ করা হয়েছে। রয়েছে বঙ্গবন্ধু কে নিয়ে কিশোর বয়সীদের লেখা প্রাঞ্জল রচনা, সেই সাথে ধারাবাহিক সকল লেখা ও নিয়মিত সকল বিভাগ। তথ্যবহুল এই সংখ্যাটি পাঠক মহলকে তথ্য সমৃদ্ধ করবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

রাজনীতির মহাকবি, যাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশ নামের একটি সার্বভৌম দেশ স্থান করে নিল, যাঁর হাত ধরে এলো লাল সবুজের পতাকা, বাংলাদেশের নামটি যাঁর দেয়া, সেই ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর নিহত পরিবারবর্গের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই !

জুলাই ২০১৬ থেকে নিয়মিত
প্রকাশিত হচ্ছে বাংলাদেশ স্কাউটস ইনবক্স...

INBOX

Bangladesh Scouts

March 2019

১০ম বাংলাদেশ ও ৩য় সানসো স্কাউট
10th Bangladesh & 3rd SAANSO Scout Ja

President asks scouts to stand against narcotics, extremism

FOCUSIGN on the importance of intensifying the scout movement across the country. President Abdul Hamid on Sunday asked scouts to take a stand against drug abuse and extremism.

"Take a stand against narcotics and extremism. Always uphold the spirit of freedom struggle, patriotism and duty towards making," the president told the scouts while inaugurating the 10th Bangladesh and 3rd South Asian Association of National Scout Organization Scout Jamboree 2019 at the National Scout Training Centre at Mouchak in Gazipur in the afternoon.

Abdul Hamid, also the chief scout, said: 'You will lead the nation tomorrow . You will build a hunger and poverty-free, developed and rich Bangladesh which founder president Sheikh Mujibur Rahman had dreamt of.

Nothing that the scout movement would help to save teenagers and the youth from falling prey to narcotics, fanaticism, communalism, and extremism, he said.

Only the scouts could help build a modern, progressive and creative new generation.

Abdul Hamid urged all, including guardians and scout leaders, to

ক্লিক করুন : www.scouts.gov.bd

সূচিপত্র

বঙ্গবন্ধু: রাজনীতির মহাকবি, ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ	৩
মক্কায় জাতীয় শোক দিবস ২০১৯ পালন	৬
FIRST NATIONAL ROVERMOOT (NEPAL)	৭
সোনারু	৮
মেসেঞ্জার অব পিস ইনিসিয়েটিভ অব ইন্দো-বাংলাদেশ গ্যাদারিং ২০১৯	১০
A Virtuous Poor Young Man	১১
জোকস	১২
বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ	১৩
স্কাউটিং কার্যক্রমের ছবি	১৭
স্কাউটদের আঁকা ঝোঁকা	২৪
ভ্রমণ কাহিনী	২৫
স্বাস্থ্য কথা	২৭
খেলা-ধুলা	২৮
তথ্য-প্রযুক্তি	২৯
ছড়া-কবিতা	৩০
সাম্প্রতিক দেশ-বিদেশ	৩১
স্কাউট সংবাদ	৩২

অগ্রদূত লেখকদের প্রতি

অগ্রদূত আপনার পত্রিকা। বছরের যে কোন সময়ে *অগ্রদূত* এর জন্য লেখা পাঠাতে পারেন। আপনার এলাকার যে কোন স্কাউট সংবাদ, স্থানীয়, আঞ্চলিক বা জাতীয় কোন অনুষ্ঠানে স্কাউটদের সম্পৃক্ততার বিষয়ে প্রতিবেদন বা সংবাদ পাঠাতে পারেন। লিখতে পারেন আপনার কোন স্মৃতিকথা, গল্প, কবিতা, ভ্রমণ কাহিনী, প্রবন্ধ বা নিবন্ধ। উত্তম ও দক্ষ, কাব-স্কাউট, রোভার, গার্ল ইন স্কাউট এর সদস্যদের সাক্ষাৎকার *অগ্রদূত*-এ প্রকাশ করা হয়। এ সাক্ষাতকার স্কাউট/রোভারবৃন্দের যে কেউ তৈরি করে ছবিসহ পাঠালে তা যত্নের সাথে প্রকাশ করা হবে। লক্ষ্য রাখবেন, আপনার লেখা যেন *অগ্রদূত* পাঠকদের জন্য উপযোগী হয়। কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার হস্তাক্ষরে বা কম্পিউটার কম্পোজ করে লেখা পাঠাতে হবে। কাগজের উভয় পৃষ্ঠায় লিখে পাঠানো হলে তা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। লেখা বা সংবাদের সাথে ছবি থাকলে ভাল হয়, ছবি অবশ্যই পরিষ্কার হতে হবে। ছবির চারপাশে কোন প্রকার ডিজাইন বা বর্ডার দেবেন না। তবে কেউ ছবি পাঠালে তার সাথে ক্যাপশন বা বিবরণ লিখে দিবেন। সে সাথে আপনার পূর্ণ ঠিকানা এবং ফোন/মোবাইল নম্বর উল্লেখ থাকতে হবে। অসম্পূর্ণ বা ঠিকানাবিহীন কোন লেখা প্রকাশ করা হবে না। অমনোনীত লেখা ফেরৎ দেয়া হয় না।

– সম্পাদক, অগ্রদূত

লেখা ই-মেইল করে পাঠানোর ঠিকানা: bsagrodoot@gmail.com, pr@scouts.gov.bd
ডাকযোগে: সম্পাদক, অগ্রদূত, বাংলাদেশ স্কাউটস
৬০, আঞ্জুমান মফিদুল ইসলাম রোড, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।

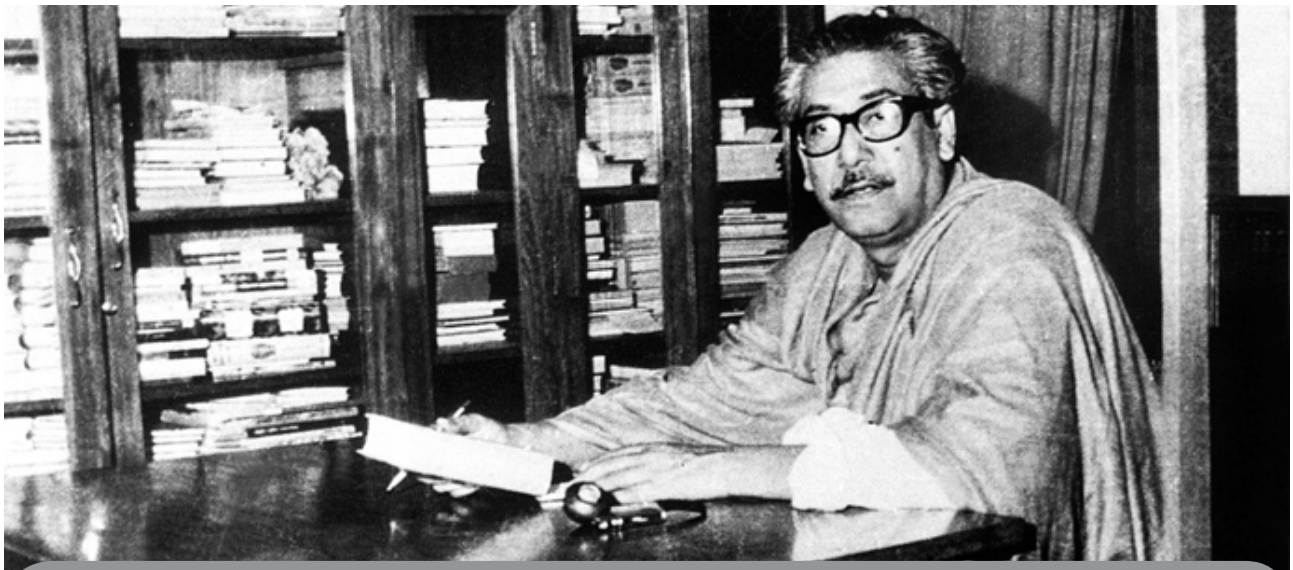

বঙ্গবন্ধু: রাজনীতির মহাকবি, ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ

১৫ আগস্ট। শেষ শ্রাবণের কলঙ্কিত রাত সেটি। ঘুটঘুটে অন্ধকারের জাল ভেদ করে মানব পৃথিবীর বঙ্গীয় বদ্বীপে আছড়ে পড়েছিল জোছনা ঝলকানি অশনি আলোকরশ্মি। সেদিন নিস্তব্ধ রাতের নিঃসঙ্গ প্রকৃতি নিরুপায় নিয়তির কাছে হার মেনেছে। রাজধানী শহরের অলিগলিতে হেঁটে চলা বেওয়ারিশ কুকুরগুলো দিকভ্রান্ত পথিকের মতো এদিক-সেদিক ছুটে বেড়িয়েছে। বিপদ ভয়ঙ্কর অপকর্ম আঁচ করতে পেরে মহাপ্রলয়ের অপূরণীয় যন্ত্রণায় কাতর কুকুররা তুলেছিল দুঃখ খুই। নির্জন শহরের প্রাণী-পতঙ্গ নিশাচরেরা অচেনা ভাষায় জানিয়েছে প্রতিবাদ। দুঃখ সইতে না পেরে আকাশের ছাইবর্ণা উড়ন্ত মেঘমালা বৃষ্টি হয়ে ঝরেছে ব্যথিত বাংলার রাজধানী পথে। শহরের যত্রতত্র ঘুরে ফেরা উন্মাদ আওলাকেশী ছিন্নবস্ত্রে আবৃত্ত ধুলোবালি বসনের পাগলিনী প্রাণটাও বকেছে অস্থির প্রলাপ। শুধু ব্যতিক্রম মনুষ্য পরিচয়ধারী ওই নরপশুর দল। তখন বন্দুক বুলেটে সজ্জিত বর্বর বাহিনী এগিয়ে চলেছে স্থপতি বাংলা বধের ঘৃণ্য মানসে। বাঙালি, বাংলা তখন গভীর ঘুমে অচেতন।

বঙ্গরাজ্যের কী সর্বনাশ যে হতে যাচ্ছে কেমনে টের পাবে সদ্য স্বাধীনতায় নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়া মুক্ত বাঙালি। তাদের ভরসাবিগ্রহ মুক্তির মহামানবকে চিরতরে সরিয়ে দেয়ার হীন উদ্দেশ্যধারী বাঙালি কুলকলঙ্ক গোষ্ঠী ইতিহাসের মর্মান্তিক অপকর্ম সাধনের জন্য সেই রাতের নির্জননিশি লগ্নটাকেই বেছে নিয়েছিল। ঘুমন্ত বাংলাদেশ তখন নিশিবসানের নিদ্রিত প্রতীক্ষায় নিঃশ্বাস ফেলছে। কেউ কি জানত তাদের ঘুমে রেখেই হত্যা করা হবে বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। না, বঙ্গবন্ধুর প্রিয় বাঙালি কখনো আঁচ করতে পারেনি এমনটি।

পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট নীরবনিশির শেষলগ্নে বিদঘুটে বুলেট শব্দে প্রকম্পিত হয় ধানমণ্ডি বত্রিশ নম্বরের আকাশ-বাতাস। জলপাই রঙা সেনা রাইফেলের বুলেটবারুদ ঝাঁঝড়া করে দেয় রাজনীতি, শান্তি, স্বাধীনতা, মুক্তি ও মানবতার মহাকবি বঙ্গবন্ধুর ভালোবাসা সমৃদ্ধ বঙ্গবক্ষ। নিমিষেই নেতিয়ে পড়ে বাংলাদেশ। হু-হু করে কেঁদে ওঠে মানবতা, স্তম্ভিত হয়ে পড়ে রাত সমাপন মুহূর্তের শীতল প্রকৃতি পরিবেশের অনুষঙ্গগুলো। সন্তানের প্রাণবধ বেহায়াপনা বেদনায় শোকের অতলে নিমজ্জিত নির্বাক বঙ্গমাতা বারবার মূর্ছা যাচ্ছিলেন। ততক্ষণে রক্তলাল ধানমণ্ডির বত্রিশ নম্বর বাড়িটি। রক্তবীভৎস হোলি খেলায় উন্মাতাল নিকৃষ্ট বদেরা বিকৃত উল্লাস আর অমার্জিত বাহানায় বেরিয়ে পড়ে রক্তমাখা বঙ্গবন্ধুর নিস্তেজ দেহ ফেলে।

স্তব্ধ কীর্তিজনকের স্বল্পায়ু প্রাণ: অসহায় বত্রিশ নম্বরে তখন পিনপতন নীরবতা। চারপাশ থেকে ভেসে আসছিল মুয়াজ্জিনের পবিত্র আজান ধ্বনি। একদিকে আল্লাহর ঘরের শুচিশুদ্ধ আওয়াজ অন্যদিকে স্থপতিহারা ধানমণ্ডির শোকার্ত সুর একত্রিত হয়ে এক করুণকলঙ্কিত আবহের সৃষ্টি হয়। যন্ত্রণার অসহনীয় পীড়নে শ্রান্ত রাতটি প্রভাতে পরিণত হলে সন্তানশূন্য বঙ্গমাতার হৃদয়পিষ্ট আর্তনাদ শোকের হিম হাওয়ায় ভর করে মুহূর্তেই ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র। জনকহারা জীর্ণ খবরে স্তম্ভিত বাংলাদেশ, বাকরুদ্ধ হয়ে পড়ে বাঙালি। শিশুর মতো চিৎকারী সুরে কেঁদে ওঠে বঙ্গীয় বদ্বীপ। মানবতার মহীয়ান মূর্তি বঙ্গবন্ধুর বিয়োগান্তক খবরে আঁতকে ওঠে মানবতাবাদী দুনিয়া। নির্মম হত্যাকাণ্ডের শিকার বঙ্গবন্ধুর বুলেটবিদ্ধ যন্ত্রণা কোটি বাঙালি ও বিশ্বনেতৃত্বের ন্যায়নিষ্ঠ মানুষগুলোকে স্পর্শ করলেও বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিত্ব, বিশালতা দমাতে পারেনি খুনিচক্রের রাইফেল বাঁট।

অর্জনে অবিস্মরণীয় মানবতার মহাদুর্গ ও মুক্তির মহাদূত বঙ্গবন্ধুর সশরীরী অবয়বটুকু অবলোকনে একটু সময়ের

জন্যও কাঁপেনি শত্রুপক্ষের মারণাস্ত্র তাক করা হাতখানি। গভীর মমতা ও জীবন ঝুঁকির ইস্পাতকঠিন ভালোবাসায় আগলে রাখা বাঙালির বিবেচনাশূন্য অবিবেচক বিপথে পতিত গুটিকয়েক ক্ষমতালিপ্সু অমানুষ পরিচয়ভুক্ত মানুষেরাই হত্যা করল শতাব্দীর সেরা মানুষটিকে। শুধু বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেই ক্ষান্ত হয়নি তারা। দেখে দেখে হত্যা করে বঙ্গবন্ধু পরিবারের সব সদস্যকে। জাতির জনকের কনিষ্ঠ শিশুপুত্র রাসেলও রেহাই পায়নি রক্তপিপাসু চক্রের রোষানল থেকে। দেশের বাইরে থাকায় প্রাণে বেঁচে যান বঙ্গবন্ধুর দুই তনয়া শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা।

বিশ্ববুকে এমন নৃশংস নজির জন্ম দিতে পারেনি আর কোনো জাতিগোষ্ঠী। যা করে দেখাল বঙ্গবন্ধু অতিশয় প্রিয় বাঙালি জাতির চক্রান্তকারী দস্যুদল। বাঙালির মুক্তি স্বাধীনতায় অবিচল বঙ্গবন্ধুকে মৃত্যুভয়ের যমযন্ত্রণাও মাথা নত করাতে পারেনি। কিন্তু সেদিন অস্ত্রহাতে হিংস্র পশুত্বপনার অসহিষ্ণু শক্তির অন্যায্য অনাচারে তিনি লুটিয়ে পড়েন মাটিতে। তারপরও সাহসের অগ্নিমূর্তি বঙ্গবন্ধু মৃত্যুপূর্ব শত্রুসেনাদের সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করেছিলেন 'কী চাস তোরা?' সাহস স্বনির্ভরতায় পূর্ণ বঙ্গবন্ধু উদার মনের স্বভাবসুলভ ভঙ্গিমায় জানতে চেয়েছিলেন তাদের উদ্দেশ্য, ইচ্ছার কথা। বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শী ক্ষমা সম্পর্কে অবগত কালকেউটে পাল আর সময় নেয়নি, কিছু বুঝে ওঠার আগেই বঙ্গবন্ধুর গায়ে বসিয়ে দেয় মরণকামড়। ব্যস, এখানেই স্তব্ধ কীর্তিজনকের স্বল্পায়ু প্রাণ। ইতিহাসের নৃশংসতম এ হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে একটি সফল অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটে।

অবজ্ঞা-অবহেলায় পতিত বঙ্গবন্ধুর শবদেহ: অবাক স্তব্ধীভূত খবরে ভোর আলোয় হারিয়েছে নিন্দিত রজনী। বাঙালি বাংলাকে অভিভাবকশূন্য করে হন্তারক দল ফিরে গেছে তাদের আপন গন্তব্যে। প্রাণশূন্য বঙ্গবন্ধু তখনো পড়ে আছেন বত্রিশ নম্বরের রক্তাক্ত মেঝেতে। অবশেষে জাতির জনকের নিথর দেহটি কড়া প্রহরায় নিয়ে যাওয়া হয় টুঙ্গিপাড়ার দুর্ভাগাপল্লীতে। শোকে স্তব্ধ আলো-বাতাসের নিঃশব্দ কান্নায় ভারী টুঙ্গিপাড়ার মৃত্তিকা-ময়দানে নামানো হয় হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধুর বিপন্ন দেহ। তখন অযত্ন-অবহেলার চরম বাস্তবতা দেখে টুঙ্গিপাড়ার মাটি প্রকৃতি। বাংলার মাটি মানুষের কল্যাণে প্রাণ উৎসর্গকারী শুচিশুদ্ধ আত্মার দীর্ঘদেহী মানুষটির সঙ্গে বাঙালির নিম্নশ্রেণিভুক্ত ঘৃণ্য গোষ্ঠীর অসহনীয় আচরণে মানবতার দেবী মুখ লুকিয়ে লজ্জা নিবারণের চেষ্টা করেন। পরাধীন বাংলা ও মুক্তিকামী বাঙালির জন্য নিজেকে আজন্ম সঁপে দেয়ার অপরাধ এবং মুক্ত স্বাধীন ভূমের বিধ্বস্ত বাংলায় শান্তিসুখের চিরস্থায়ী কল্যাণ কামনান্তে ব্যতিব্যস্ততার অপরাধই হয়তো বঙ্গবন্ধুকে দস্যুপনার দুর্দান্ত প্রতিযোগিতায় প্রাণ বলিদান করতে হয়েছে।

অস্ত্র হাতের প্রাণহরণকারী মহড়া শেষে শবদেহ সৎকারে ধর্মীয় বিধানের পবিত্র ক্রিয়াদি সম্পন্নেও ছিল হায়েনা শক্তির অশুভ দাম্ভিকতা। মুর্দা মানুষটিকে কবরস্থ করার পূর্ব আত্মা শুচিতায় যা করার কথা ছিল তার কিছুই করতে দেয়া হয়নি। ভীতসন্ত্রস্ত টুঙ্গিপাড়ার স্থানীয় কয়েকজন ডেকে এনে লাশ দ্রুত মাটিচাপা দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। বঙ্গবন্ধুর বুলেট বিকৃত দেহ দেখে ভয়াতুর স্থানীয় দু'একজন মৃত মানুষটির সৎকারপূর্ব রীতি-নিয়ম রক্ষার অনুরোধ জানালে তার অনুমতি মেলেনি বরং দ্রুত কাজ সম্পাদনের তাগিদ দেয়া হয়। এভাবেই সম্পূর্ণ অবজ্ঞা-অবহেলার অযাচিত অপকর্মে চিরশায়িত হন স্বাধীন দেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বাঙালি বাংলাদেশের জন্য অজস্র অবদানের পাহাড়সম খ্যাতিচূড়ায় আরোহিত মানুষটির কোনো দিকই টলাতে পারেনি অস্ত্রহাতে দানবীয় রূপধারণকারী খুনিবাজ পাষাণী হৃদয়। কত বড় অপরাধে অপরাধী হলে একজন মানুষকে এমন কঠিন পরিণতি বরণ করতে হয়। সেটা কেবল সৃষ্টিকর্তাই নির্ধারণ করতে পারবেন। জানি না কোন অপরাধে ইতিহাসের বর্বরোচিত কালো অধ্যায়ের জন্ম দিল বাঙালি বীভৎসবাদীরা।

বাঙালি বিশ্বাসী বঙ্গবন্ধু: বাঙালি এমনটি করতে পারে তা কখনো বিশ্বাসই করতেন না মানবতার বিস্ময় বঙ্গবন্ধু। তার সাহস, প্রজ্ঞা, বীরত্বের কাছে চিরশত্রু পাক ভুট্টো-ইয়াহিয়া ও বৈশ্বিক শক্তিধর ক্ষমা মাথানত করলেও কেবল বাঙালি ঐ সারমেয় শাবকেরাই বিশ্বাসঘাতকতার চূড়ান্ত নজির স্থাপন করল। হাজার বছরের শৃঙ্খল ভেঙে বঙ্গবন্ধু বাঙালির জন্য যে শাশ্বত মুক্তির ভিত রচনা করেছিলেন সেই কৃতজ্ঞতাবোধকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে বঙ্গবন্ধুর সমগোত্রীয় জাতির অকৃতজ্ঞ অসুরেরা বিশ্বাস ভালোবাসার সুপরিপক্ব ভিতকেই নাড়িয়ে দেয়নি চিরতরে স্তব্ধ করে দিয়েছে একটি জাতি তথা মানববিশ্বের মহামহিম বাংলা গড়ার অন্যতম কারিগর নিপুণ মানুষটিকে। যার কোমল মনের বিস্তৃত অঙ্গনে শুধু বাঙালির বসতই ছিল না, আপন অস্তিত্বে তিনি শোষিত বাংলার সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধির স্বপ্নই সর্বদা লালন করে গেছেন।

বাঙালির আস্থা, বিশ্বাস, ভরসার প্রতিদানও দিয়েছিলেন নিজেকে মৃত্যুর অগ্নিকুণ্ডলীতে ছুড়ে দিয়ে। মৃত্যুকে হাতের মুঠোয় রেখে শত্রুপক্ষের প্রতি একটি অনুরোধের কাতর উক্তি তুলে ধরে মৃত্যুমুখী বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'আমাকে মেরে ফেলে দাও বাধা নেই, তবে মৃত্যুর পর লাশটা আমার বাঙালির কাছে পৌঁছে দিও।' একটি জাতিকে কতখানি ভালোবাসলে, কতটুকু বিশ্বাস করলে, কতটুকু আপন ভাবলে একজন নেতা এমন কথা বলতে পারেন। বঙ্গবন্ধু বাঙালিকে বিশ্বাস করেছিলেন বলেই প্রাণবধের চতুর চক্রান্তবিষয়ক বিদেশি গোয়েন্দা তথ্য পেয়েও প্রাণপ্রিয় জাতিকে অবিশ্বাস করা বঙ্গবন্ধুর পক্ষে সম্ভব হয়নি। বিশ্বাস, ভালোবাসা ও প্রগাঢ় মমত্ববোধের আস্থাশীল অঙ্গনে আবদ্ধ বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্রপ্রধানের সরকারি বাসভবন ছেড়ে নিরাপত্তাহীন নিজস্ব বাড়িতে অবস্থান করছিলেন। বঙ্গবন্ধুর এমন সাদামাটা জীবনযাপনে বিস্মিত ভিনদেশি সাংবাদিক প্রশ্ন করেছিলেন, এখানে যে আপনার নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে। সরকারি বাসভবন ছেড়ে আপনি এখানে কেন? বাঙালিপ্রিয় বঙ্গবন্ধু দৃঢ়চিত্তে উত্তর দিয়েছিলেন, 'আমি সাধারণ মানুষের নেতা, নিরাপদ চৌকিতে থাকলে নিরাপত্তা বেষ্টনী ভেদ করে সাধারণ মানুষ সহজে আমার কাছে ঘেঁষতে পারবে না। এমন পরিবেশই আমার উপযুক্ত স্থান।'

মোর ব্যথিত প্রশ্ন পিতা : পিতা তুমি আজ নেই। তোমার অবর্তমানে পঁচাত্তর-পরবর্তী প্রজন্মের ভাগ্যবিড়ম্বিত এক বঙ্গযুবকের ব্যথিত প্রশ্ন- বঙ্গবন্ধুকে কেন হত্যা করা হলো? জবাব দে, খুনিচক্রের হে অসুরাত্মা! হয়তো দম্ভ করে বঙ্গবন্ধুবিরোধী বিকৃত প্রলাপ বকবে। যা করে যাচ্ছে বঙ্গবন্ধুবিনাশী শক্তির আদর্শে বিশ্বাসী একটি ধূর্ত মহল। তারা এক তর্জনী ইশারায় একত্রিত বাঙালির বীরত্বপনায় সাহস-শক্তি ও নেতৃত্বের দুর্লভ ক্ষমা প্রদর্শনকারী বঙ্গবন্ধু নির্মিত স্বাধীন বাংলাদেশে বাস করেও জাতির জনকের শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিতে পারছে না। কেন তাদের এই স্ববিরোধী আচরণ? তাহলে কি বঙ্গবন্ধু এই অন্যায্যধারীদের ভালোবাসার বৃন্তে আটকাতে পারেননি। না, বিশাল মনের অধিকারী সুকর্মের পথিকৃৎ বঙ্গবন্ধু শত্রুমিত্র সবাইকে বুকে টেনে নেয়ার ক্ষমা রাখেন। আজকে যারা শোকাচ্ছন্ন পনেরো আগস্টে মোমবাতি জ্বেলে মিষ্টিমুখের আয়োজন করেন তাদের রাজনৈতিক জননীর বেদনাশ্রিত অতীত কাব্যের ভাগ্যকথা সেই মানবতাবাদী বঙ্গবন্ধু নিজ হাতেই লিখেছিলেন। যা ইতিহাসের পাতায় আজও লিপিবদ্ধ আছে। এক বিভ্রান্ত, বানোয়াট ও মিথ্যাবাদী মাতার অসহায়ত্ব ঘুচিয়ে নতুন জীবনের সূচনাকারী বঙ্গবন্ধুর শাহাদাতবরণের মর্মন্তুদ দিনটিতে এসব বেহায়াপনা কিসের ইঙ্গিত বহন করে? শুধু তাই নয়, তাদেরই সাঙ্গোপাঙ্গ অলীক চরিত্রগুলো তুচ্ছতাচ্ছিলতায় বঙ্গবন্ধুকে বারবার অসম্মান করে যাচ্ছে। ধিক্ তাদের ধিক্।

তুমি মৃত্যুহীন এক শাশ্বত প্রাণ : পিতা তুমি অমর, অক্ষয়, চিরজাগ্রত বাঙালির মানসপটে। তুমি মঙ্গলালোকের মহীয়ান অমরাত্মা। তুমি অনাদিকালের অনুসরণীয় স্তুতিমুগ্ধ পথিকৃৎ। যশ-খ্যাতি-মর্যাদায় তুমি পৃথিবীশ্রেষ্ঠ, পিতা তুমি অবিনশ্বর। দুষ্ট চক্রান্তের হায়েনারূপী পশুত্বপনা হয়তো তোমার সজীব দেহটা বুলেটের বেয়োনটে ধ্বংস করে দিয়েছে। কিন্তু ওই মেঘালয়গিরির সুউচ্চ কীর্তির ঠাঁয় দাঁড়ানো স্থির মহিমা মুছে ফেলতে পারেনি দোর্দণ্ড প্রতাপশালী হন্তারক গোষ্ঠী। বাংলার বহমান নদী, গাঢ় সবুজের বিস্তীর্ণ হাওর, ডানা মেলা বিহঙ্গ পাল, তরুলতা-বৃক্ষরাজি, বঙ্গোপসাগরের উত্তাল তরঙ্গমালা, অজপাড়াগাঁওয়ের মেঠোপথ, শহরের অলিগলি, টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া কিংবা বৈশ্বিক মর্যাদাশীল আসন সবখানেই সমহিমায় উদ্ভাসিত তুমি।

তুমি চিরঞ্জীব। তুমি যে বঙ্গবন্ধু। বাংলার অকৃতজ্ঞ পাপিষ্ঠ কিছু অর্বাচীন বিনে কৃতজ্ঞ বাঙালির সমগ্র চেতনায় তুমি সসম্মানে অধিষ্ঠিত। বাংলা মাও যে তোমার আত্মার শান্তি কামনায় আজও ব্রত পালন করে আসছেন। অনেক বাঙালি সন্তানেরা আজঅবধি অনশন পালন করে আসছেন। এই নৃশংসতার প্রতিবাদে কেউ খালি পায়ে হাঁটছেন, কেউ গায়ে জড়িয়েছেন শোকের কালো পোশাক, কেউবা তোমার দুই এতিম অনাথ সন্তানের জন্য জায়গা কিনে রেখেছেন, কেউবা তোমার ছবি বুকে জড়িয়ে সর্বদা কেঁদে চলেছেন। সত্যিই তুমি মৃত্যুহীন এক শাশ্বত প্রাণ।

বঙ্গবন্ধু জন্ম, কর্ম ও মৃত্যু : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। যাঁর নামের পাশে বিশেষ কোনো বিশেষণের প্রয়োজন নেই। যিনি নিজেই ইতিহাস এবং সৃষ্টি করে গেছেন অনেক কালজয়ী ইতিহাসের। ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ গোপালগঞ্জ জেলার পাটগাতি ইউনিয়নের টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম শেখ লুৎফর রহমান, আর মা মোছাম্মৎ সায়েরা বেগম। পরিবারের প্রথম পুত্র সন্তান ছিলেন তিনি। ৪ বোন ও ২ ভাইয়ের মাঝে তৃতীয় ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। ৭ বছর বয়সে ১৯২৭ সালে শিক্ষার হাতেখড়ি হয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। এরপর তৃতীয় শ্রেণিতে ভর্তি হন ১৯২৯ সালে গোপালগঞ্জ পাবলিক স্কুলে। অল্প বয়সে শেখ মুজিবুর রহমানের বিয়ে হয় ফজিলাতুন্নেছার সঙ্গে। পরবর্তীতে এই দম্পতি ৩ পুত্র ও ২ কন্যা সন্তানের জন্ম দেন।

১৯৪০ সালে অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী শেরেবাংলা একে ফজলুল হক ও তৎকালীন খাদ্যমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী গোপালগঞ্জ স্কুল পরিদর্শনে যান। পরিদর্শন শেষে ফেরার পথে একটি দাবি নিয়ে তাদের সামনে হাজির হলো কয়েক ছাত্র। ছাত্রদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেরেবাংলা একে ফজলুল হক তাঁর তহবিল থেকে অনুদান দিয়ে তাদের দাবির প্রতি সম্মান দেখান। আর এই ছাত্রদের মধ্যে প্রতিবাদী নেতা ছিলেন চিপচিপে চেহারার ছেলেটি: শেখ মুজিবুর রহমান। হালকা গড়নের ওই ছেলেটিই বাঙালি জাতিকে দিয়ে গেছেন স্বাধীনতা। ১৯৪৯ সালে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হয়। আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর সঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমান (কারান্তরীণ অবস্থায়) যুগ্ম সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হন। পরবর্তীতে শেখ মুজিব আওয়ামী মুসলিম লীগের অস্থায়ী সাধারণ সম্পাদক এবং ১৯৫৩ সালের আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে দলের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৬৬ সালে শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামী লীগের সভাপতির দায়িত্ব নেন। তারপর থেকে বঙ্গবন্ধুর বেশিরভাগ সময়ই কেটেছে জেলের কালো প্রকোষ্ঠে।

অজপাড়াগাঁওয়ে বড় হওয়া সহজ-সরল এই ছেলেটিই একদিন হয়ে উঠবেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কে জানত। তিনি তাঁর মেধা, মনন, সাহস ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞা দিয়ে রূপান্তরিত হয়েছিলেন বাঙালি জাতির পিতায়। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) জনসমুদ্রে তিনি বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা দিয়েছিলেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে পুরো বাঙালি জাতি যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। দীর্ঘ ৯ মাস যুদ্ধ, ৩০ লাখ শহীদের রক্ত আর ২ লাখ মা-বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে ১৯৭১, ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীন হয় প্রিয় বাংলাদেশ। হায়েনা মুক্ত হয় বাঙালি, বাংলার প্রতিটি অঞ্চল। পৃথিবীর মানচিত্রে স্থান করে নেয় বঙ্গবন্ধুর স্বাধীন বাংলা। কিন্তু এই স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রেই হত্যা করা হয় জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান বঙ্গবন্ধুকে।

■ সংগ্রহ ও সংকলন: জন্মজয় কুমার দাশ
সহ-সম্পাদক, অগ্রদূত

মক্কায় জাতীয় শোক দিবস ২০১৯ পালন

বাংলাদেশ ও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মত সৌদি আরবের পবিত্র মক্কায়, বাংলাদেশের স্বাধীনতার মহান স্থপতি বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদাত বার্ষিকী পালন করা হয়। মক্কায় হজ অফিসের ভাড়া করা ৭নং বাড়ীতে ১৫ই আগস্ট, ২০১৯ খ্রি: সকাল ১০টায় কালো ব্যাজ ধারণের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু করা হয়। মক্কায় বাংলাদেশ হজ মিশনের প্রশাসনিক কমিটির সভায় বিস্তারিত আলোচনা করে অনুমতি নিয়ে এ শোক সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত শোক সভায় মক্কায় অবস্থিত সরকারি কর্মকর্তা, কর্মচারী, আওয়ামী লীগের বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, ভবনে অবস্থানকারী সম্মানিত হাজী সাহেবগণ অংশগ্রহণ করেন। ভাবগম্ভীর পরিবেশে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে শোক সভা শুরু হয়। শোক সভায় সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব, মোঃ জহির আহমেদ।

শোক সভায় বক্তব্য রাখেন ধর্ম মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব আলহাজ শেখ মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ, বাংলাদেশ স্কাউসের সাবেক সভাপতি ও বর্তমান উপদেষ্টা জনাব মোঃ আব্দুল করিম, যুগ্ম সচিব জনাব ফরহাদ হোসেন, জনাব ফকির আলমগীর, চৌধুরী শিকদার, এডভোকেট ফজলে রাব্বি মিয়া ও কাউন্সিলর জনাব মোহাম্মদ মাকসুদুর রহমান। সভায় বক্তাগন বঙ্গবন্ধুর জীবনী ও তাঁর কর্মের উপর বিস্তারিত আলোচনা করেন। বিশেষ করে তিনি বিভিন্ন ধর্মের কার্যক্রমের উন্নয়নের জন্য যে সকল কাজ করেছেন সেসকল বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। বক্তাগণ ইসলাম ধর্মের বিশেষ বিশেষ কার্যক্রমে তাঁর ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তগ্রহণের কথা স্মরণ করেন। এছাড়াও বক্তাগণ তাঁদের বক্তব্যে বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠাতায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদানের কথা তুলে ধরেন। দেশের উন্নয়নে বর্তমান সরকারের কার্যক্রমে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানানো হয়। সেই সাথে বর্তমান সরকার ২০১৯ সালে হজ ব্যবস্থাপনায় যে সকল গুরুত্বপূর্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে তারও প্রশংসা করা হয়। এ বৎসর ৬০জন দেশের শোক দিবসের আলোচনায় দেশের উন্নয়ন-অগ্রগতির জন্য এবং জাতির পিতা ও তার পরিবারের সদস্যদের জন্য ও মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে দোয়া করা হয়। দোয়া শেষে উপস্থিত হাজী সাহেবদের মধ্যে যমযমের পানি ও খেজুর বিতরণ করা হয়। আয়োজনে বাংলাদেশের রোভার স্কাউটরা সহযোগিতা করেন। বাংলাদেশ স্কাউটস এর সুপারিশে ও ধর্ম মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনে ১০ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল এবারের সৌদি আরবে হজ ব্রতপালন করেন ও সম্মানীয় হাজী সাহেবদের সেবাদান করেন। হজ টিমের সদস্যবৃন্দ হলেন মোঃ দেলোয়ার হোসাইন, মোঃ গোলাম মোস্তফা স্কাউটার মোঃ ফিরোজ মিয়া, রোভার শেখ সাদী, রোভার হরুনুর রশীদ, রোভার সাকিব ইসলাম, রোভার মোঃ ফায়িক চৌধুরী, রোভার আ স ম শামস ছালেকীন, রোভার মোঃ মনিরুজ্জামান, রোভার রেদওয়ান হোসেন নিরব।

■ লিখেছেন: মোঃ দেলোয়ার হোসাইন
জাতীয় উপ কমিশনার (প্রশিক্ষণ)
বাংলাদেশ স্কাউটস

FIRST NATIONAL ROVERMOOT (NEPAL)

After the previous release...

Next those who were fasting had break their fast in a nearby shop and others were done with few shopping. It was dawn by the time we were done and finally rain stopped, the entire day ever since from the moment we landed it was raining. Overall a day in Kathmandu was adventurous plus the weather made it even more fruitful.

30th was the day when we have to head towards Pokhara in Kaski area where our camp is going to take place. We travelled by bus and our journey started at 6:30 am. It takes around 5 hours from Kathmandu to reach Pokhara but it took around 8 hours for us to reach. The roads we took was completely built by cutting down the hills and the view was beautiful and beyond words to explain. Every turn the bus was taking we could see hills covered with clouds which resembled as if those were snow. We even witnessed waterfall in between mountains and sliding down the river. The temperature was quiet cold in the morning. We had our breakfast at a nearby stop. The food was average but a cup of cappuccino made my entire journey. Some of us fall asleep in this journey and others of us played games like aantakshari and even danced in the bus. We took a break around four stops for which we could buy enough snacks for us to serve us later on.

It was afternoon by the time we reached our camp side. Again we were welcomed by the people of camp with flower garland. The place where our camp took place was named Basundhara Park, which was huge and was beautiful. It had lake beside the camp and there were boats as well. The whole place was surrounded with mountains and the scenario was all green. We next did our registration and headed towards our tent. We have seen they made different sections for all the Rovers and Scouts. Also, washrooms were made in different eras for both male and female. Even they made different washroom for those who might have problem. The side we stayed was named International side. All the international countries (Bangladesh, India, Taiwan, Malaysia, Hong Kong, Philippines) stayed in that particular side stayed there. Not only this, they even made a different place for having meals for all Internationals. We along with every other countries had our food there. Since we were Muslims and have a “Halal Haram” issue that is why the people of Nepal hired a Muslim chef for us who cooked for all of us by himself. He even slaughtered the animals and cooked for us. They personally took really good care of us Bangladeshi’s since many of us were fasting. They served every other muslim their ifter and sehri on time. At day time, we were burning in Pokhara but during evening the temperature was humid and it used to rain and at night it used to rain everyday. Same like that, it started to rain at night from 12am and it rained so hard that the water started to enter in our tent, we were confused what to do and what not but it was nothing serious since our tents were waterproof and it had foams as well which prevented the water not to enter. The volunteers came in the middle of the night and was verifying whether we’re alright or not and provided everyone as far their requirements. They even dig whole and made drains so the water can get away. It was first ever experience to feel the rain under a tent with 9 different people and was also worried a bit since I was the Petrol Leader of my Girls Team. All I could come up was with poems and quotes in heads. Alhamdulilah we spent our first night at Pokhara and second day at Nepal nicely.

(To be Continue)

Written By: Nazia Nusrat Shamma
10th Kingshuk Sea Scouts Group
Dhaka Sea Region

সোনারু

ব্রিটিশ-ভারতে ঢাকার প্রথম সিভিল সার্জন ছিলেন ডা. জেমস ওয়াইজ। কত সাল থেকে কত সাল সেটা নিশ্চিত করে জানা সম্ভব হয়নি। তবে ড. শরিফউদ্দিন আহমেদ থেকে জেমস ওয়াইজ কর্তৃক ১৮৬৬ সালে ও ১৮৬৮ সালে ঢাকার দুটি রিপোর্টের কথা জানা যায়। যেখানে তৎকালীন ঢাকার পেশার বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। জেমস ওয়াইজের লেখা 'নোটস অন রেসেস, কাস্টম অ্যান্ড ট্রেডস অফ ইস্টার্ণ বেঙ্গল' বইটি লণ্ডন থেকে প্রকাশিত হয় ১৮৮৩ সালে। কাজেই ধরে নেয়া যায় আঠারো শতকের ষাটের দশকে জেমস ওয়াইজ ঢাকার সিভিল সার্জন ছিলেন। জেমস ওয়াইজের লেখা বইটির মাত্র বারো কপি ছাপা হয়েছিল বলে জানা যায়। ২০০০ সালে বইটি ফওজুল করিমের অনুবাদে অধ্যাপক মুনতাসীর মামুনের ভূমিকা, সম্পাদনা ও টীকাসহ 'পূর্ব বঙ্গের বিভিন্ন জাতি, বর্ণ ও পেশার বিবরণ' নামে প্রকাশিত হয়। জেমস ওয়াইজের লেখা থেকে তৎকালীন ঢাকার প্রায় দুই শত'র অধিক পেশার তথ্য পাওয়া যায়। বিচিত্র সব পেশা ছিল সেই সময়ের ঢাকা বা পূর্ব বঙ্গে। পূর্ব বঙ্গ তো বটেই তৎকালে বর্তমান ভারতের ত্রিপুরা, আসামও ঢাকার কর্তৃত্বের মধ্যেই ছিল। কাজেই ঢাকার ইতিহাসকে বাংলাদেশের ইতিহাস ধরে নেয়া অযৌক্তিক হবে না।

ড. জেমস ওয়াইজ ঢাকার পেশাগুলোর শেকড়সন্ধান করা হয়েছে এই লেখাগুলোতে। এর মানে হলো ওয়াইজের বর্ণনা ও পরবর্তীতে যারা বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করেছেন তাদের বর্ণনা এবং শেষমেশ ঐ পেশার বর্তমান কী অবস্থা। এই হলো লেখাগুলোর বিষয়বস্তু। লেখাগুলোতে প্রাচীন বঙ্গের তো বটেই বর্তমান ঢাকা তথা বাংলাদেশের অনেক পেশার খবর পাওয়া যাবে।

সোনার বা সোনারু জাত এত বেশি বিভক্ত যে কে কোন শাখার তা নির্ণয় কার দুষ্কর। বেনে জাতের সঙ্গে সম্পর্ক আছে এদের। নিজেদের এরা বৈশ্য বাবা-মার বংশধর বলে দাবী করলেও শুদ্ধ নয়টি জাতের অর্ন্তভূক্ত নয় তারা। অন্য এক মতে এরা হলো বৈদ্য পুরুষ ও বৈশ্য মার বংশধর। তাই এরা মনুর মিশ্রিত জাত। তবে এই সম্ভাবনাই বেশি যে সোনারুরা হিন্দুস্তানী বেনিয়া। বাংলায় বসবাস করার কারণেই এরা হয়েছে জাতিচ্যুত। হিন্দুদের জাত সংস্কারকালে তাদের নিচু জাতের স্তরে নামিয়ে দেয়া হয়েছে। বঙ্গদেশে সোনারুর সংখ্যা ৬০ হাজার ৩ শত ৬৬ জন। আর ঢাকায় মাত্র ২৯২ জন।' জেমস ওয়াইজের তথ্য অনুযায়ী সেকালের সোনারুদের বর্ণিত চিত্র পাওয়া যায়।

আর এখন ঢাকার তাঁতীবাজারে সরু রাস্তার দুই পাশ জুড়ে আছে সারি সারি স্বর্ণের দোকান। প্রতিটি দোকানের পাশেই ছোট-বড় একাধিক সাইনবোর্ডে 'সোনা বন্ধক' লেখা। স্বর্ণের গহনা তৈরি বা বিক্রি করা নয়, স্বর্ণ বন্ধক রাখাই তাদের মূল ব্যবসা। স্বর্ণ বন্ধক রেখে অনেকেই তাদের কাছ থেকে টাকা ধার নেয়। অর্থ লেনদেনের মতো স্পর্শকাতর বিষয় যুক্ত থাকলেও প্রচলিত নিয়ম ও ঢাকা সিটি করপোরেশনের ট্রেড লাইসেন্স নিয়েই চলছে এ ব্যবসা। আলাদা কোনো সরকারি নীতিমালা না থাকায় অনেক সময় ঝামেলা পোহাতে হয় প্রকৃত ব্যবসায়ীদের। আর অসৎ ব্যবসায়ীরা নিরীহ ঋণগ্রহীতাদের বিভিন্নভাবে ঠকানোর চেষ্টা করেন বলেও উদাহরণ আছে। ঋণগ্রহীতা ও ব্যবসায়ীরা মনে করেন, এ ব্যবসার সময়োপযোগী সরকারি নীতিমালা প্রয়োজন।

স্বর্ণ বন্ধক ব্যবসার শুরুর ইতিহাস খুব প্রাচীন, ব্রিটিশ শাসনামলে এ ব্যবসার গোড়াপত্তন হয়। তখন কার্তিক সেন নামে এক ব্যাবসায়ী ছিলেন স্বর্ণ বন্ধকের বড় ব্যবসায়ী ও ঢাকার নামকরা বন্ধকী। নগরীর সুতারনগরে ছিল বিখ্যাত দোকান 'কালী সাহা'। মধু ঘোষ ও সাধু ঘোষ ছিল গোয়ালনগরে। তখনকার দোকানগুলো এমন ছিল না। বড় গদিঘরে ব্যবসা চলত। দোকানের বাইরে নিম্নশ্রেণির লোকজন বসত। সেখানে বসেই তারা স্বর্ণ রেখে টাকা নিত। ধনী ভোক্তাদের বসার ব্যবস্থা ছিল ঘরের ভেতরেই। পাকিস্তান আমলেও মোটামুটি এভাবেই ব্যবসা চলছিল। বণিক সমিতির সাবেক সভাপতি বাবুল দাস বললেন, 'আমাদের ছোটবেলা থেকেই স্বর্ণ বন্ধকের দোকান দেখেছি। কারিগররাই একসময় মালিক হন। আমিও কারিগর থেকে মালিক হয়েছি। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় জীবন বাঁচানোর জন্য সবাই ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও

সকল সম্পদ রেখে এলাকা ছেড়ে চলে যান। যুদ্ধ শেষে এখানকার বেশিরভাগ ব্যবসায়ী ফিরে আসেন। কিন্তু তখন স্বর্ণ বা টাকা কিছুই পাওয়া যায়নি। তারপরও যাঁরা আগে স্বর্ণের ব্যবসা করতেন, তাঁরাই আবার ব্যবসা শুরু করেন। এভাবেই স্বাধীন বাংলায় আবার বন্ধকী ব্যবসা শুরু হয়।'

সোনারুদের উৎপত্তি নিয়ে আছে নানা কাহিনী। রাজা বল্লাল সেন স্বর্ণের বণিক বা সুবর্ণ বণিকদের আদেশ করেছিলেন শূদ্রদের সঙ্গে বসে খেতে। কিন্তু বল্লাল সেনের এ আদেশ সুবর্ণ বণিকরা অমান্য করে। সুবর্ণ বণিকদের এই ধৃষ্টতায় রাজা ক্রুদ্ধ হন। তাদের নাজেহাল করতে পেছনে গুপ্তচর নিয়োগ করেন রাজা। গুপ্তচর কোনো দোষ না পেয়ে রাজাকে খুশি করতে ফন্দি করে এক কাহিনী বানায়। কোনো এক ব্রাহ্মণ তার প্রাপ্ত পুরস্কার স্বর্ণকারদের কাছে বিক্রি করেছে। এ ঘটনার সত্যমিথ্যা বিচার না করেই পুরো জাতকে রাজা অবনমিত করে রাখেন। তাই স্বর্ণকাররা হিন্দু সম্প্রদায়ে নিচু জাতের লোক। এরা দিনে দিনে এত বেশি উপজাতিতে বিভক্ত হয়েছে যে এদের পার্থক্য খুঁজে পাওয়া মুশকিল। এরা কে কোন শাখার সোনারু তা নির্ণয় করা দুষ্কর। বেনে জাতের সঙ্গে এদের সম্পর্ক আছে। সোনারুরা নিজেদের বৈশ্য বাবা-মায়ের বংশধর বলে দাবি করলেও শুদ্ধ ৯টি জাতের অন্তর্ভুক্ত নয় এরা। অন্য এক মতে, সোনারুরা বৈদ্য পুরুষ ও বৈশ্য মায়ের বংশধর। আবার এমন

মতও আছে যে, এরা ব্রাহ্মণ পুরুষ ও বৈশ্য স্ত্রীলোকের বংশধর। তাই হিন্দু সম্প্রদায়ে এরা মনুর মিশ্রিত জাত বা পরাশব। তবে মারাঠি সোনারুরা দাবি করেন, তাঁরা উপব্রাহ্মণ। ধারণা করা হয় সোনারুরা হিন্দুস্তানি বেনিয়া। বাংলায় বসবাস করার কারণেই এরা জাতিচ্যুত হয়েছে।

গত কয়েক বছরে স্বর্ণালঙ্কার তৈরির পেশা ছেড়েছেন কমপক্ষে ২০ হাজার কারিগর। ব্যবসায় টানা মন্দার কারণে অনেকেই স্বর্ণের ব্যবসা গুটিয়ে ফেলছেন। পেটের দায়ে পূর্বপুরুষের পেশা ছেড়ে অন্য পেশায় চলে যাচ্ছেন স্বর্ণের কারিগররা। গত দশক থেকে স্বর্ণের দাম ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকায় এর বাজার দখল করে নিয়েছে বিদেশি অলঙ্কার। বর্তমানে স্বর্ণ কারিগরের সংখ্যা ৫০ হাজারের মতো।

আগে কোনো উৎসব ছাড়াও দোকানে ভিড় থাকত। একটা ছোট দোকানেও প্রতিদিন গড়ে ২০ থেকে ৩০ হাজার টাকার বেচাকেনা হতো। সীতাহার, মান্তাসা, হাঁসুলি, সিঁথি পাটির মতো অলঙ্কার এখন আর কেউ তৈরি করাতে চান না। হাঁসুলি অনেক আগেই হারিয়ে গেছে। ঐতিহ্যবাহী এসব অলঙ্কারের যে কোনোটি তৈরি করতে কমপক্ষে এক থেকে দেড় ভরি স্বর্ণ দরকার। দফায় দফায় স্বর্ণের দামের উত্থান-পতনে মানুষ এখন আর এগুলো কেনে না। কিনবেইবা কেন? বাংলাদেশ জুয়েলারি সমিতির তথ্য অনুযায়ী গত ১২ বছরে স্বর্ণের দাম বেড়েছে প্রায় আট গুণ। যার কারনে স্বর্ণলংকার তৈরির কাজ আর তেমন হয় না। এখন স্বর্নের পরিবর্তে মানুষ পিতল-তামা-কাশার গহনা ব্যবহার করেন। কাজেই সোনারুদের এখন আর সোনারু বলা যায় না। তাদের কাসারু ও বলা যাবে না কারন যারা কাসার হাড়ি-পাতিল তৈরি করেন তাদের কাসারু বলা হতো। তাহলে? তাদের গহনা কারিগড় বলা যায়। তবে ঢাকার গহনা কারগড়রা এখন সকলেই আস্তানা গড়েছেন বাকুর্তায়। সাভারের বাকুর্তায় গ্রাম ও হাট বাজার মিলিয়ে সারা এলাকা এখন ঢাকার গহনার যোগান দেন। কাজেই বাকুর্তাকে গহনা গ্রাম বললে কম বলা হবে না।

■ লেখক: ইমরান উজ-জামান
সদস্য
জনসংযোগ, প্রকাশনা ও মার্কেটিং বিষয়ক জাতীয় কমিটি
বাংলাদেশ স্কাউটস
[লেখকের 'ঢাকার প্রাচীন পেশা ও তার বিবর্তন' বই থেকে]

মেসেঞ্জার অব পিস ইনিসিয়েটিভ অব ইন্দো-বাংলাদেশ গ্যাদারিং ২০১৯

গত ২০ই আগষ্ট ২০১৯ থেকে ২৫ আগষ্ট পর্যন্ত ভারতের পশ্চিম বঙ্গ প্রদেশের কার্শিয়াংয়ের স্নো ভিউ ক্যাম্পে বাংলাদেশ ও ভারতের মেসেঞ্জার অব পিস টিমের যৌথ আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয় মেসেঞ্জার অব পিস ইনিসিয়েটিভ এবং ইন্দো-বাংলাদেশ গ্যাদারিং ২০১৯। এই প্রোগ্রামে বাংলাদেশ থেকে ১৮ জনের একটি টিম অংশগ্রহণ করে যার মধ্যে ১০ জন রোভার স্কাউট লিডার ও ৮ জন রোভার ছিল। প্রথমে সবার ১৯ তারিখ অংশ নেওয়ার কথা ছিলো কিন্তু ভিসা জটিলতার কারণে বাংলাদেশ টিম ২১ তারিখ অংশ নেয়। বাংলাদেশ টিম ২০ তারিখ রাত ৮ টায় ঢাকার টেকনিক্যাল মোড় থেকে বাসে করে চেংড়াবান্দা পোর্টের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। ঢাকা থেকে চেংড়াবান্দা পোর্ট প্রায় ৩৯৮ কিলোমিটার। সকাল ৮ টায় সবাই চেংরাবান্দা পোর্টে পৌছায়। প্রায় ১২ ঘন্টা সফর করে সবাই সকালের নাস্তা সম্পন্ন করে ইমিগ্রিশনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। ইমিগ্রিশনের কাজ সম্পন্ন করে বাংলাদেশ টিম বেলা ১১টায় ভারতের বুড়িমাড়ি পোর্টের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। বুড়িমাড়ি পোর্টে ইমিগ্রিশন সম্পন্ন করে দুইটি গাড়ি ভাড়া করে যাত্রা শুরু করে শিলিগুড়ির উদ্দেশ্যে। যা বুড়িমাড়ি থেকে প্রায় ৮৬ কিলোমিটার। বেলা ৩ টায় শিলিগুড়িতে বাংলাদেশ টিমকে স্বগত জানান শিলিগুড়ি স্কাউটস এর কমিশনার। সেখান থেকে কমিশনার সবার জন্য দুটি গাড়ি ভাড়া করে দেন, যা বাংলাদেশ টিমকে নিয়ে যায় কার্শিয়াংয়ের স্নো ভিউ ক্যাম্পে। যা শিলিগুড়ি থেকে প্রায় ৩৪ কিলোমিটার এবং সমুদ্রপৃষ্ঠে থেকে ৪৯২১ ফুট উপরে । বিকাল ৫ টায় বাংলাদেশ টিম ক্যাম্পে পৌছায়। ক্যাম্পে পৌছে বাংলাদেশ জানতে পারে ট্রেনের টিকেটজনিত সমস্যার করনে ভারতের মেসেঞ্জার অব পিসের টিম ১৯ তারিখ থেকে প্রোগ্রাম শুরু করে ২৩ তারিখের পরিবর্তে ২১ তারিখেই চলে যেতে হয়। বাংলাদেশ টিমকে স্বাগত জানানোর জন্য শুধু মাত্র ৫ জন সদস্যই অবশিষ্ট ছিলো। তারা বাংলাদেশ টিমকে সাদরে স্বাগত জানায়। প্রায় ২১ ঘন্টা সফর করে সবাই ক্লান্ত হয়ে ছিলো। তারপর আবার দুপুরে তেমন খাবার না খাওয়ায় সবাই ক্ষুধার্ত ছিলো। খাওয়ার পর সবাই বিশ্রাম নেয়। পরদিন ২২ তারিখ সকাল ৮টায় সকালের নাস্তা সম্পন্ন করে বাংলাদেশ টিম যাত্রা শুরু করে ঈগল'স কার্গ-এর উদ্দেশ্যে। যা ক্যাম্প থেকে ২.৩ কিলোমিটার এবং স্থলভাগ থেকে ১৬৫০ ফুট উপরে। সেখানে সবাই কির্শিয়াংয়ের টিভি টাওয়ার দর্শন করে। এছাড়াও স্রষ্টার সৃষ্টির অপার দৃশ্য অবলোকন করে সবাই। যেখানে বাহারি চা বাগান, দূর দূরান্তের পাহারে গায়ে চায়ের বাগান ও ঘন মেঘের মিলন মেলা। সবাই এই দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হয়। এবং ছবি তোলেন। দুপুরের মধ্যে সবাই ক্যাম্পে ফিরে আসেন। ক্যাম্পে ফিরে এসে ভারত ও বাংলাদেশ টিম নিজেদের মধ্যে তাদের কার্যক্রম পরিদর্শন করে। দুপুরের খাবার সম্পন্ন করে সবাই আবার যাত্রা শুরু করে মাকাইবাড়ি টি স্টেটের উদ্দেশ্যে যা ক্যাম্প থেকে প্রায় ৫ কিলোমিটার। সেখানে পৌছে সবাই জানতে পারে চা প্রক্রিয়ারজাত করনের ৮ টি ধাপের কথা ও ৪ ধরনের চা পাতির কথা। বিকালের মধ্যে সবাই ক্যাম্পে ফিরে আসে। সন্ধায় সবাই কর্শিয়াং বাজারে দার্জিলিংয়ের বিখ্যাত খাবার মোমো ভোজন করে। পরদিন ২৩ তারিখ সকাল ৮ টায় নাস্তা সম্পন্ন করার পর সবাই দার্জিলিং শহরের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে। যা ক্যাম্প থেকে প্রায় ৩১ কিলোমিটার এবং স্থলভাগ থেকে ৬৭০০ ফিট উপরে। এতো উপর থেকে দার্জিলিংয়ের অপার দৃশ্য দেখে সবাই মনোমুগ্ধ হয়ে যায়। রৌদ্র, পাহাড়, পাহাড়ের গায়ে চা বাগান, ঘন কুয়াশা ও সাদা মেঘের মিলনমেলা। স্রষ্টার সৃষ্টি যে এতোটাই সুন্দর হতে পারে তা আগে কেউ চিন্তাও করতে পারেনি। সবাই এই সৌন্দর্য অবলোকন করে দার্জিলিংয়ের বিগ বাজার ও চক বাজার থেকে সবাই সবার প্রয়োজনীয় বাজার সম্পন্ন করে। বিকাল ৫ টায় সবাই আবার ক্যাম্পের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। সন্ধ্যা ৭ টায় সবাই ক্যাম্পে পৌছায়। পরদিন ২৪ তারিখ সকাল ৮ টায় সবাই দার্জিলিংয়ের আরেক অপার দৃশ্য মিরিক লেক দর্শনে বের হয়। এ এমন এক লেক যা ক্যাম্প থেকে প্রায় ৫০.৭ কিলোমিটার দূরে এবং স্থলভাগ থেকে ৪৯০৫ ফুট উপরে। বাংলাদেশ টিম এই অপার দৃশ্য দর্শন করে ক্যাম্পের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। ফেরার পথে মিরিকের এক ঝর্ণা ধারা থেকে বহমান স্রোতধারায় সবাই কিছু সময় অতিবাহিত করে ক্যাম্পে ফিরে আসে। রাতে ক্যাম্পের সমাপনী অনুষ্ঠিত হয়। পরদিন ২৫ তারিখ সকাল ৮ টায় শিলিগুড়ির উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। ১১ টায় সবাই শিলিগুড়ি পৌছায়। সেখানে সবাই তাদের কিছু প্রয়োজনীয় বাজার করে আবার বুড়িমাড়ী পোর্টের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। বিকাল ৫ টায় সবাই বুড়িমাড়ী পের্টে ইমিগ্রিশন সম্পন্ন করে বর্ডার পার করে বাংলাদেশের ইমিগ্রিশন সম্পন্ন করে। সন্ধ্যা ৭ টায় সবাই বাসযোগে ঢাকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে ২৬ তারিখ সকাল ৭ টায় সবাই সুস্থভাবে ঢাকায় পৌছায়। এক কথায় ক্যাম্পটি ছিলো অতুলনীয় এবং অপার সৌন্দর্যে ভরপুর।

■ রিপোর্ট: জে,এম,কামরুজ্জামান
সহ সম্পাদক, অগ্রদূত

A Virtuous Poor Young Man

After the previous release...

Please accept my good wishes my Lord Buddha. I have travelled from far away lands to ask you some questions. Can I please? Sure you can but I will answer three questions for you.

Only three questions! The young man was shocked he had

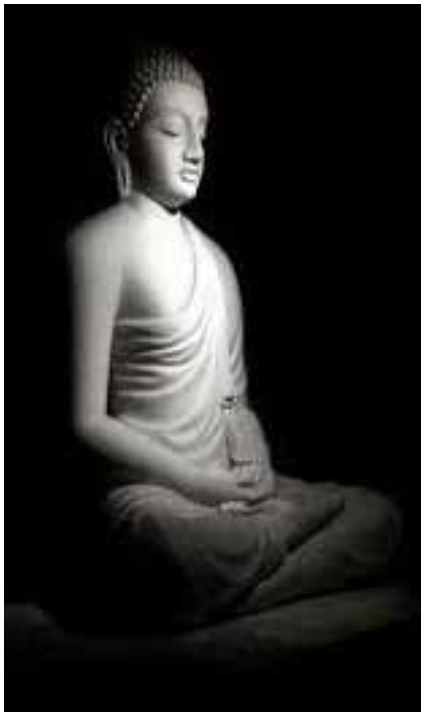

four questions, but I have 4 (thinking in mind)

What do I do? So, he thinks carefully. He thinks about the turtle.

The turtle has been living for 500 years trying to become a dragon. Poor thing what a hard life he must be leading in that deep river. Then, he thinks about the wizard, who has been living for 1000 years trying to get to heaven. Oh, 1000 years is a long time.

He deserves to go to heaven now. At last he thought about the young girl, who is going to live her whole life being unable to speak. Ahh, life without speaking is cruel.

And then he looked at himself . I am just a homeless poor beggar. I can just go back home and continue begging. I am used to it. Nothing will change. But for them, everything can change if they get the answers . So, as he looked at everybody else's problems. His problem suddenly seemed so small. He felt sorry for the turtle, the wizard and the young girl. And so he decided to ask all their questions.

And the Lord Buddha as expected answered the turtle is unwilling to leave the shell, as long as he is unwilling to leave the comfort of his shell, he will never become a dragon. Ohh. Who would have thought.

The wizard always carries his staff. and never puts it down;

It acts as an anchor keeping him from heaven. Ahh, I will tell him that and what about the girl? As for the girl. She'll be able to speak, when she meets his soul mate.

Thank you oh great Lord Buddha. The Lord Buddha looked at him (young man) and smiled. The young man bowed to the Lord Buddha.

And went on a journey back home. He reunites with the turtle. Did you ask? Oh yes, you just have to take off your shell and then you became a dragon. The turtle then takes off his shell. and inside the shell were priceless pearls, found in the deepest parts of the ocean. and he gives them to the young man. Here you have them. It's my thank you! I no longer need this because I'm now a dragon. thank you, kind young poor man and he flies away.

The young man reunites with the wizard on top of a mountain, you just have to put down your staff and you'll be able to go to heaven. Really? That's what Lord Buddha said! So the wizard let go off his staff by giving it to the young man.

and says thank you. And then ascends to heaven. Farewell young man. be good .The young man now has wealth from the turtle and power from the wizard. He goes back to the family that gave him shelter.

They were very happy to see him back and expected an answer.

The great Buddha said your daughter would be able to speak when she meets her soul mate and at that moment the daughter came downstairs and spoke. Hey, is that the man that was here last week?

The young girl and her parents were shocked. They looked at the virtuous young man.

He was the girl's soul mate. The parents fixed their wedding. and they lived happily ever after.

So, remember friends All the good you do in the world will come back to you.

■ **Writter: Unue Ching Marma**
Director
Bangladesh Scouts

জোকস

(১) পল্টু আর বল্টু খুব চাপাবাজ। একদিন তারা ট্রেনে উঠলো কিন্তু টিকিট কাটলো না। কিছুক্ষণ পর-
টিটি: আপনার টিকিট কই?
পল্টু: ভাই টিকিট কিনছিলাম কিন্তু হারাইয়া গেছে।
এ কথা শুনে টিটি তাকে দুটি চড় মেরে বল্টুর কাছে এলো-
টিটি: আপনার টিকিট দেখান?
বল্টু: ভাই, ওকে আরও দুইটা চড় দেন।
টিটি: কেন?
বল্টু: আমার টিকিটও ওর কাছেই ছিল।

২. ডাক্তার রোগীকে ব্যবস্থাপত্র দিয়ে বললেন-
ডাক্তার: আপনার খাবার সবসময় ঢাকা রাখবেন।
রোগী: ঢাকা তো অনেক দূর।
ডাক্তার: তাতে আপনার কী?
রোগী: না বলছিলাম, খাবার কুমিল্লায় রাখলে চলবে না?

৩. শিক্ষক: রতন, পানিতে বাস করে এমন পাঁচটি প্রাণির নাম বলো।
রতন: ব্যাঙ।
শিক্ষক: আর বাকি চারটা?
রতন: ব্যাঙের মা, বাবা, বোন আর প্রেমিকা।

৪. বাজারে একটি মেয়ে সবজি ব্যবসায়ীকে বললো-
মেয়ে: ভাই, এক লিটার টমেটো দেন তো।
মেয়েটির কথা শুনে হেসে ফেললো পল্টু-

দোকানদার: আরে ভাই, আন্নে হাসেন কিল্লাই?
পল্টু: আরে ভাই, মেয়েটা এক লিটার টমেটো নিতে আসছে, অথচ বোতল আনে নাই।

৫. লাল্টু ও তার বাবার মধ্যে কথোপকথন-
বাবা: তোর হাতে ওটা কী?
লাল্টু: মার্কশিট।
বাবা: দে তো, দেখি।
লাল্টু: নাও, দেখো।
বাবা: এই তোর নম্বরের পরিণতি? বাংলায় ৩০, গণিতে ২০, ইংরেজিতে ১০। তোর মতো বয়সে আমি প্রতি বিষয়ে ৯০ এর উপরে নম্বর পেতাম।
লাল্টু: বাবা, ওটা আমার না। পুরোনো ফাইল থেকে পেলাম। উপরে তোমার নাম লেখা।

৬. পল্টু: বাবা আমার ওজন কত হবে?
বাবা: তা পঁচিশ-ত্রিশ কেজি হবে।
পল্টু: তাহলে তো আমার পড়ালেখা মনে হয় গেল?
বাবা: পড়ালেখার সাথে ওজনের সম্পর্কটা কী?
পল্টু: অংকের স্যার বলছে, এক মন না হলে পড়ালেখা করা যায় না!

ধাঁধাঁ

কি এমন যা উপরে যায় এবং নিচে আসে কিন্তু নিজ জায়গা থেকে নড়েনা?

গত সংখ্যার ধাঁধাঁর উত্তর d) $\frac{1}{\sqrt{5}}$

(লটারির মাধ্যমে নির্বাচিত ৫ জন সঠিক উত্তরদাতার নাম পরবর্তী সংখ্যায় ছাপানো হবে)

উত্তর পাঠানোর ঠিকানা:
bsagrodoot@gmail.com, j.m.kamruzzaman@gmail.com

অগ্রদূত জুলাই'১৯ সংখ্যার ধাঁধাঁর সঠিক উত্তরদাতাদের মধ্য থেকে লটারির মাধ্যমে বিজয়ী ৫জনের নাম নিচে দেয়া হল:

১.সামিয়া সুলতানা (মনোহরদি সরকারি পাইলট মডেল উচ্চ বিদ্যালয় গার্ল-ইন-স্কাউট গ্রুপ, ঢাকা)

২. মো: রাতুল (আদর্শ ডিগ্রী (অনার্স) কলেজ রোভার স্কাউট গ্রুপ, মুন্সীগঞ্জ).

৩. আব্দুলআল নোমান (দনিয়া বিশ্ববিদ্যায় ও কলেজ রোভার স্কাউটগ্রুপ, ঢাকা)

৪. সুশান্ত অধিকারী প্রাণ (সরকারি মাহ্তাব উদ্দিন কলেজ, কালিগঞ্জ, ঝিনাইদহ)

৫. মো. আলী তানভীর (ইম্পিসা ওপেন স্কাউট গ্রুপ, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ)

(পাঠক আপনিও চমৎকার কৌতুক কিংবা ধাঁধাঁ পাঠাতে পারেন আমাদের ঠিকানায়। ছাপানোর উপযোগী কৌতুক কিংবা ধাঁধাঁ আপনার নামেই ছাপা হবে এই পৃষ্ঠায়।)

বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ

ভূমিকা: বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ- এই দুটি শব্দ ভিন্ন হলেও অর্থ কিন্তু একই। তিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি। তিনি আমাদের মহান জাতির পিতা। তাঁর নেতৃত্বে আমরা দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে অর্জন করি স্বাধীনতা। তিনি একজন ত্যাগী ও দূরদর্শী নেতা। তিনি বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি। ইতিহাসে তাঁর নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

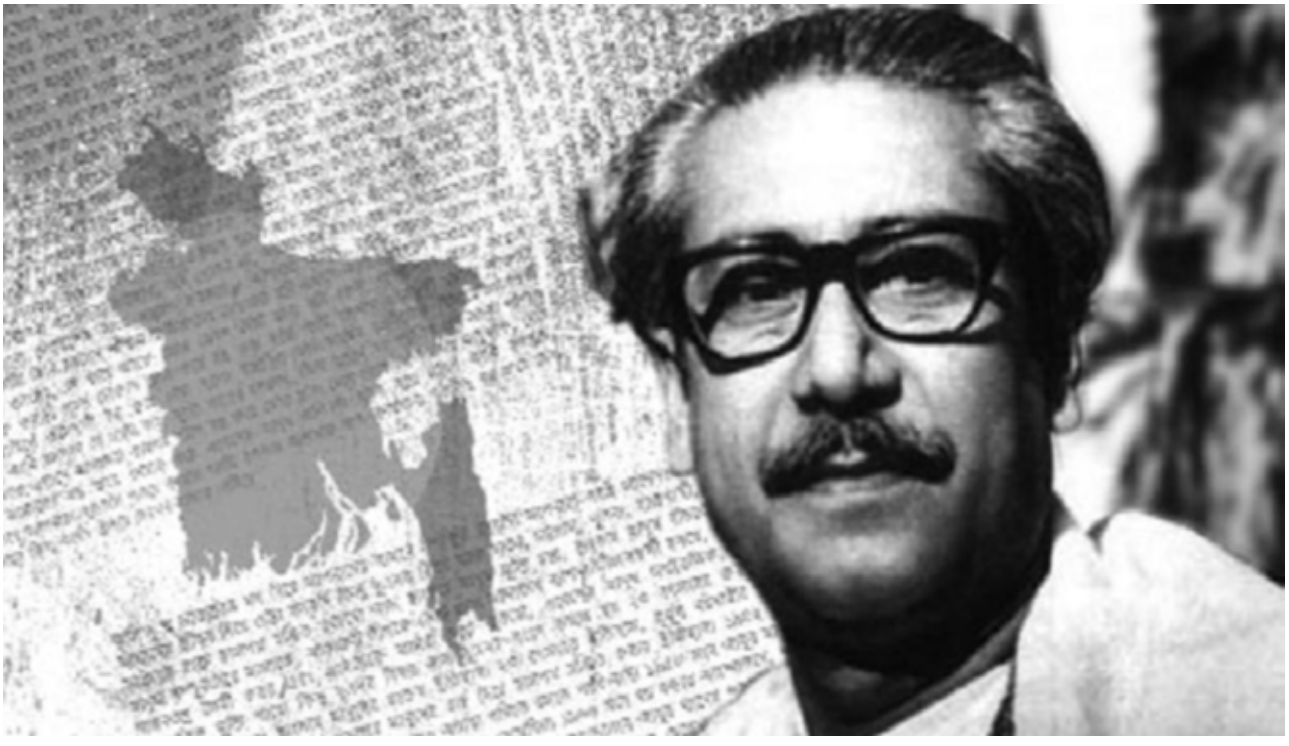

জন্ম পরিচয় ও শিক্ষাজীবন: শেখ মুজিবুর রহমান ১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ তৎকালীন ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত গোপালগঞ্জ মহকুমার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম শেখ লুৎফর রহমান ছিলেন এবং মায়ের নাম সায়েরা খাতুন। চার বোন ও দুই ভাইয়ের মধ্যে তিনি ছিলেন চতুর্থ। তাঁর ডাকনাম ছিল খোকা। তিনি যখন গিমাডাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হন তখন তাঁর বয়স ছিল সাত বছর। তাঁর আগে তিনি গৃহশিক্ষকের কাছে পড়াশোনা করেন। ১৯২৯ সালে তিনি ভর্তি হন গোপালগঞ্জ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। এ স্কুলে তিনি ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। ১৯৩৪ থেকে ৩ বছর তিনি তিন বছর পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারেননি। কারণ তাঁর চোখে একটি জটিল রোগের জন্য সার্জারি করতে হয়েছিল। ১৯৩৭ সালে তিনি গোপালগঞ্জ মিশনারি স্কুলে সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি হন। ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত তিনি এই বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন।

রাজনৈতিক জীবন: বঙ্গবন্ধুর মিশনারি স্কুলে থাকার সময়ই রাজনীতিতে তার প্রবেশ ঘটে। ১৯৪০ সালে তিনি ভর্তি হন ইসলামিয় কলেজে (বর্তমান নাম মাওলানা আজাদ কলেজ)। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভূক্ত এ কলেজটি তখন বেশ নামকরা ছিল। এ সময় তিনি নিখিল বঙ্গ মুসলীম লীগে যোগ দেন। ১৯৪৭ সালে তিনি বিএ পাশ করেন। তখন দেশ বিভাগের সময় কলকাতায় হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা হয়। তখন এ দাঙ্গা নিয়ন্ত্রণে বঙ্গবন্ধু বিভিন্ন রাজনৈতিক কার্যক্রমে অংশ নেন। ১৯৪৮ সালে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ যখন উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা করেন তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ক্ষোভে ফেটে পড়ে। ১৯৪৮ সালে বঙ্গবন্ধু সহ কয়েকজন ছাত্রনেতার প্রস্তাবে গঠিত হয় সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ। ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ ধর্মঘট ডাকা হলে বঙ্গবন্ধুসহ কয়েকজন ছাত্রনেতা গ্রেফতার হন। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলনের কথা শুনে বঙ্গবন্ধু জেলখানায় টানা তের তিন অনশন করেন। ২৬ শে ফেব্রুয়ারি তাকে মুক্তি দেওয়া হয়। মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাষানী যখন আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন করে তখন তিনি এসে যোগদান করেন। ১৯৫৪ সালের আইন সভার নির্বাচনে পূর্ব-বাংলার কয়েকটি দল মিলে গঠিত যুক্তফ্রন্ট নিরঙ্গুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে, জয়লাভ করে। এ সময় তরুণ ছাত্রনেতা হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ১৯৬৬ সালের ১ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। একই সালের ৫ই ফেব্রুয়ারি লাহোরে অনুষ্ঠিত এক বিরোধী দলীয় সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু ঐতিহাসিক ছয় দফা দাবি পেশ করেন। যাতে পূর্ব-পাকিস্তানের স্বায়ত্বশাসনের কথা বলা হয়েছে। ১৯৬৮ সালে বঙ্গবন্ধু ৩৪ জনকে আসামী করে পাকিস্তান সরকার একটি মামলা দায়ের করে। যা ইতিহাসে

'আগরতলা ষড়যন্ত্র' মামলা নামে পরিচিত। ১৯৬৯ সালের ৫ই জানুয়ারি ছাত্ররা ১১দফা দাবি নিয়ে রাজপথে আন্দোলন শুরু করেন, যা একসময় গণ-অভ্যুত্থানে রূপ নেয়। তীব্র আন্দোলনের মুখে সরকার সকলকে মুক্তি দেন। ১৯৬৯ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধুকে এক বিশাল গণসংবর্ধনা দেয়া হয়। এ সময় তাকে বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূষিত করা হয়। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলেও সরকার গঠন করতে দেয়া হয়নি। ১৯৭১ সালের ২৫ শে মার্চ কালো রাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী গণহত্যা চালায়। এ সময় বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয়। তাঁর আগে ২৬ শে মার্চ প্রথম প্রহরে তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। এ সম্পর্কে আগেই ৭ই মার্চে তিনি বলেছিলেন । অবশেষে ১৫ই ডিসেম্বর আমরা বিজয় অর্জন করি।

স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে বঙ্গবন্ধু: স্বাধীনতার পরবর্তী সময় বাংলাদেশের অবস্থা চিল ভয়াবহ। তখন অনেক মানুষের ঘড়বাড়ি ছিল না। কৃষকদের অবস্থা ছিল শোচনীয়, বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দেয়া হয় ৮ই জানুয়ারি। তিনি স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন ১০ ই জানুয়ারি। তিনি সংসদীয় কাঠামোর প্রবর্তন করেন। তিনি আস্তে আস্তে বাংলাদেশের উন্নয়ন ঘটাতে থাকেন। এক সময় বাংলাদেশের অর্থনীতি সহ অন্যান্য খাতের উন্নতি হয়।

মৃত্যু: ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট কতিপয় বিপথগামী সেনা অফিসারদের হাতে ধানমন্ডির নিজ বাস ভবনে বঙ্গবন্ধু সপরিবারের মৃত্যুবরণ করে। তাকে নিজ গ্রামে টুঙ্গিপাড়ায় সমাহিত করা হয়।

উপসংহার: বঙ্গবন্ধুর কারণেই এদেশ লাভ করে স্বাধীনতা। আমরা পরাধীনতার হাত থেকে রক্ষা পাই। চিরকাল এদেশ বঙ্গবন্ধুকে মনে রাখবে। তাই বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ-দুটির অর্থ একই।

প্রতিযোগির নাম: রায়াত আহম্মেদ

(জাতীয় শোক দিবস-২০১৯ উপলক্ষে বাংলাদেশ স্কাউটস কতৃর্ক আয়োজিত রচনা প্রতিযোগিতার **ক** শাখায় ১ম স্থান অধিকারী)

ইউনিটের নাম: সেবাব্রতী মুক্ত স্কাউট গ্রুপ, ঢাকা

বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ

ভূমিকা: বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ শব্দ দুটি একে অন্যের পরিপূরক। একজন সন্তান জন্মের সাথে পিতার যেমন সর্ম্পক থাকে ঠিক তেমনি বাংলাদেশের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর

রয়েছে তেমন সম্পর্ক। বিশ্বসম্মোহনীদের মধ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর নাম অন্যতম। 'সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালী' হিসেবে তাঁর রয়েছে খ্যাতি। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ডেভিড ফ্রডের এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন-

"They have given everything for me because I was ready to give everything for them. I want to make them happy. I have no objection to die. I just want to see them happy. I want to make them free. When I feel the love and affection my people gave me became speechless."

অর্থাৎ তারা সর্বস্ব উজাড় করে দিয়েছিলেন কারণ তারা জানত আমি তাদের জন্য সর্বস্ব উজাড় করে দিতে প্রস্তুত ছিলাম। আমি তাদের খুশি করতে চেয়েছিলাম। আমার মৃত্যু নিয়ে কোনো আপত্তি কিংবা বাধা নেই। আমি তাদের মুক্ত করতে চেয়েছিলাম। যখন আমি আমার মানুষের ভালোবাসা ও আন্তরিকতা অনুভব করি আমি তখন ভাষারুদ্ধ হয়ে পড়ি। বাংলার ভাগ্যকাশে এমন অনেক মহাবীর রয়েছেন যাঁদের মধ্যে বঙ্গবন্ধু একজন। মহাবীরেরা হাতের আঙুলের মতো পৃথিবীর বুকে বিপ্লব সংঘটিত করেছেন। বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও বাংলাদেশের স্রষ্টা তিনি। তারই অনুপ্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে বাংলার জনগণ তাকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি দিয়েছিলেন এবং তাঁর দেখানো পথের পথিক করেছেন।

জন্ম ও পারিবারিক পরিচয়: ১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ার শেখ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম শেখ লুৎফর রহমান এবং মাতার নাম সায়েরা খাতুন। তিনি তার ভাই বোনদের মধ্যে অষ্টম এবং ভাইদের মধ্যে তৃতীয়। জানা যায়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পিতামহ শেখ আউয়াল ছিলেন হযরত (রা.) এর বিশ্বস্ত সহযোগী এবং শিষ্য এবং তিনি তারই পরিচালক। মাধ্যমে ভারতবর্ষে আসেন। তাঁর জনক ও জননী তাঁকে 'খোকা' বলে অবিহিত করতেন।

শিক্ষাজীবন ও রাজনৈতিকতায় অনুপ্রবেশঃ

বঙ্গবন্ধু ছোট হতেই ছিলেন একটু স্বাধীনপ্রিয় এবং প্রতিবাদমুখর গোপালগঞ্জের সীতানাথ একাডেমিতে অধ্যয়ন শেষে হাই স্কুলে পড়ার সময়ে মহকুমা পরিদর্শন করতে আসা বাংলার প্রধানমন্ত্রী শেরে বাংলা এ.কে ফজলুল হক এবং খাদ্যমন্ত্রী শহীদ

সোহরাওয়ার্দীকে স্কুলের ছাদে থেকে পানি পড়া বন্ধের দাবির আন্দোলনের মাধ্যমে তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষন করেন। তখনই তিনি জানান দেন যে, বাংলার ভাগ্যকাশে আসছে এক নতুন সত্তার, আগমন হচ্ছে এক নতুন ধুমকেতুর। ধীরে ধীরে তিনি রাজনীতিতে অগ্রসর হন। ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি তাঁরই মাধ্যমে গঠিত হয় 'ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ'। ছাত্রলীগ গঠনকালে তাঁর মেধা ও অন্যান্য কাজে উদ্বুদ্ধ হয়ে বাংলার মানুষের সহযোগিতার জন্য তিনি আন্দোলনসহ, নিজ জেলের প্রকোষ্ঠে যেতেও দ্বিধাবোধ করেননি। ধীরগতিসম্পন্ন সময়ে তিনি হয়ে ওঠেন আওয়ামী লীগ ও বাংলার মানুষের মুকুটহীন সম্রাট ও মনি সাধনার ধন। আর্চার ব্ল্যাড তার গ্রন্থে বলেন- শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের মুকুটহীন সম্রাট। এই মুকুটহীন সম্রাট হয়ে ওঠার পেছনের কাহিনী ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত।

বাংলাদেশ গঠনে উল্লেখযোগ্য অবদানসমূহঃ

১৯৫২ (ভাষা আন্দোলন)ঃ বঙ্গবন্ধু যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যায়নকালে যখন ১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি খাজা নাজিমুদ্দিন ঘোষণা দেন "টৎফঁ ধহফ টৎফঁ রিষষ নব ঃযব ংঃধঃব ষধহমঁধমব ড়ভ চধশরংঃধহ.চ তখন বাংলার মুখ প্রতিবাদে রূপ নেয়। সর্বশেষ ১৯৫২ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে বাংলার রাস্তা রক্তরঞ্জিত করে অর্জন করে বাংলার দামাল ছেলেরা রাষ্ট্রভাষা বাংলা। এখানেও বঙ্গবন্ধু অসামান্য অবদান রাখেন।

১৯৬৬ (৬দফা দাবিতে আন্দোলন)ঃ ৬ দফাকে বাংলার মুক্তিসনদ বা মুক্তি দলিল বলা হয়। ৬টি দফার মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু বাংলার রাজনৈতিক। সাম্প্রদায়িক চেতনা ও ঐধ্যতার কথা তুলে ধরেন। বৈষম্য দূর করে একতা আনার প্রচেষ্টা করেন।

১৯৬৯ (গণ অভ্যুত্থান): তখনকার রাজনৈতিক কালে বঙ্গবন্ধু ছিলেন এক অবিসাংবাদিত নেতা তিনি কখনেই গরিব-দুখীদের মধ্যে বৈষম্য দেখতে চাননি। তিনি পন নেন বাংলার বঞ্চিত মানুষদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধতা, সাম্প্রদায়িকতা ও তাদের অধিকার আদায়ে সক্ষম হবেন। ফলে বাংলার জনগণ তার কথায় সাড়া দিয়ে একত্রে আন্দোলনে নেমে আসেন। তাঁরই ধারাবাহিকতায় বঙ্গবন্ধু বাংলার মানুষের মনে জায়গা করে নেন।

১৯৭০ সালের নির্বাচন: এ নির্বাচনে ১৬৯টি আসনের মধ্যে পূর্ব বাংলার আওয়ামী মুসলিম লীগ তথা আওয়ামী লীগ ১৬৭টি আসন লাভ করে নিরঙ্কুশ বিজয় লাভ করে। প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৮৮টি আসন লাভ করে। সংখ্যাগরিষ্ঠতায় বেশি হলেও পাকিস্তান সরকার বাংলার জনগণের হাতে ক্ষমা হস্তান্তর করেনা। ফলে বাঙালীর মনে অধিকার আদায়ের ভার, বিজয়ের পরও হারার মতো পরিস্থিতির শিকার এবং সবকিছু মিলিয়ে তারা মূলত নিজেদের অধিকার রক্ষার জন্য লড়তে উদ্বদ্ধ করে তাঁদেরই দিক নির্দেশক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। শুরু হয় দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের প্রস্তুতি এবং বিজয়ের অনুপ্রেরণা। বাংলার মানুষের এই আহবানের সাড়া দেখেই তিনি মনে মনে পনবদ্ধ হন এদেশকে মুক্ত করার। এছাড়াও পাকিস্তান পার্লামেন্ট সংসদ সদস্য হিসেবে ভাষনের সময় কিংবা সংসদে কিছু পেশ করার সময় তিনি কখনোই বলতেন না পূর্ব পাকিস্তান তিনি বলতেন পূর্ব বাংলা।

উল্লেখ্য কিছু বাণীঃ

১. আমি সবকিছু হারাতে পারব কিন্ত আমার এ বাংলার মানুষের ভালোবাসা হারাতে পারব না।

২. বাংলার মানুষের স্বাধীনতা বিপন্ন হতো বা হবে যদি না থাকে জাতীয়তাবাদ।

৩. এদেশের মানুষের স্বাধীনতার জন্য আমি আমার জীবনের পরোয়ানা করি না।

আবুল ফজল তার গ্রন্থে উল্লেখ করেন- অনুপস্থিত থেকেও সেনাপতির এ সেনাপতিত্ব সত্যিই ইতিহাসে অভিনব এবং নজির বিরল।

৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণঃ

পথহারা দিশেহারা বাঙালীকে দিকে দেখানোর উদ্দেশ্যে ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে ১০ লাখ মানুষের সামনে তার অলিখিত ভাষণ পেশ করে ১৮ মিনিটের বক্তৃতায়। এর মধ্যে কিছু অংশঃ "প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো; তোমাদের যার যা কিছু আছে তাই নিয়েই প্রস্তুত থাকো।"

এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। সর্বশেষ এ ভাষণের মধ্য দিয়ে তিনি বাংলার মানুষকে পথ নির্দেশক হিসেবে স্বাধীনতার প্রস্তুতির গ্রহণের কথা স্মরণ করিয়ে দেন এবং সবশেষে বিজয় উন্মোচিত হয়।

ষড়যন্ত্র ও হত্যাঃ

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট রোজ শুক্রবার দেশীয় দোষরদের ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে তার মৃত্যু হয়। তাঁর অবদান কখনোই ভুলে যাওয়ার মতো। বাংলাকে বিজয় দিয়ে তিনি আমাদের ঋণী করে দিয়ে যান। ত্রিশ লক্ষ শহিদ ও ২ লক্ষ মা- বোনের সম্ভবের বিনিময়ে আমরা আর্জন করি আমাদের এ স্বাধীনতা।

উপসংহারঃ বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতে তাঁর বিদেহী আত্মার স্বার্থে একটি কথাই স্মরণে বলব-

সোনার বাংলা গড়ব পিতা
কথা দিলাম তোমায়
চেতনা থেকে বিচ্যুত হব না
গ্রেনেড তব বোমায়।
'জয় বাংলা; জয় বঙ্গবন্ধু'।

প্রতিযোগির নাম: পূজারী বনিক

(জাতীয় শোক দিবস-২০১৯ উপলক্ষে বাংলাদেশ স্কাউটস কতৃর্ক আয়োজিত রচনা প্রতিযোগিতার **খ** শাখায় ১ম স্থান অধিকারী)

ইউনিটের নাম: আমর্ড পুলিশ ব্যাটালিয়ান স্কাউট গ্রুপ, ঢাকা।

আন্তর্জাতিক মৎস্য শিকার প্রতিযোগিতা

১-২ আগষ্ট ২০১৯ রাশিয়ার বৃহত্তম পারমানবিক বিদ্যুৎ স্থাপনা লেনিনগ্রাদ পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের নিকটবর্তী ফিনল্যান্ড উপসাগরে অনুষ্ঠিত হয় দুইদিনব্যাপী আন্তর্জাতিক মৎস্য শিকার প্রতিযোগিতা। এর আয়োজন করে রুশ রাষ্ট্রীয় পরমানু শক্তি কর্পোরেশন- রোসাটম। পারমানবিক বিদুৎকেন্দ্রের নিরাপত্তা ও এর পার্শ্ববর্তী নিরাপদ পরিবেশ সম্পর্কে ধারণা দেয়াই ছিল এ প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্য। প্রতিযোগিতায় মৎস্য শিকারিরা অংশ নেন। বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন শৌখিন মৎস্য শিকার সংগঠন 'অ্যাংলিং ইন বাংলাদেশ'- এর ওমর বিন জুলফিকার হায়দার ও মো. নাদিম হাসান শোভন। প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয় মিসরের মৎস্য শিকারি দল। দ্বিতীয় ও তৃতীয় হয় যথ াক্রমে রাশিয়া ও হাঙ্গেরি। 'সবচেয়ে বড় মাছ শিকার' ক্যাটাগরিতেও বিশেষ-পুরস্কার লাভ করে হাঙ্গেরী। অন্যদিকে, 'বিজয়ের জন্য প্রতিজ্ঞা' শীর্ষক বিশেষ পুরস্কারটি দেয়া হয় তুরস্ককে।

মুদ্রানীতি

মুদ্রানীতি একটি দেশের দারিদ্র বিমোচন, মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়াতে বড় ভূমিকা রাখে। তবে মুদ্রানীতির আরেকটা কাজ হলো দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষা করে। মূলত বাংলাদেশ ব্যাংক পরিস্থিতি মূল্যায়ন করে খোলাবাজার কার্যক্রম, সংবিধিবদ্ধ জমার অনুপাত পরিবর্তনসহ ব্যাংক হার পরিবর্তনের মাধ্যমে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের মতে, সাধারণত মুদ্রার গতিবিধি প্রক্ষেপণ করে মুদ্রানীতি। এর অন্যতম কাজগুলো হলো- মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে কাজ করা, ঋণের প্রক্ষেপণের মাধ্যমে সরকারি- বেসরকারি ঋণের যোগান ধার্য করা এবং মুদ্রার প্রচলন নিয়ন্ত্রণ করা। সাধারণ ভোগ্যপণ্যের মূল্যস্তর বিশেষ করে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিকে গুরুত্ব দিয়ে মুদ্রানীতি প্রণয়ন করা হয়। আগামী একবছর দেশের জনসাধারণ ভালো থাকবে, নাকি খারাপ থাকবে তার একটা রূপরেখা থাকে মুদ্রানীতিতে। মুদ্রানীতি কৌশলের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাংক মুদ্রা সরবরাহ (মানি সাপ্লাই) নিয়ন্ত্রণ ককরে। এর ফলে আগামী দিনগুলোতে জিনিসপত্রের দাম কম থাকবে, নাকি জিনিসপত্রের দাম বাড়বে অথবা আগামী একবছর সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার ব্যয় বাড়বে নাকি কমবে, দেশে বেকারের সংখ্যা বাড়বে নাকি চাকরির সুযোগ তথা কর্মসংস্থান বাড়বে, দেশে দারিদ্র্য বিমোচনের গতি বাড়বে, নাকি কমবে তার একটা রূপরেখা থাকে মুদ্রানীতিতে।

ড্রিমলাইনার 'গাংচিল' উদ্বোধন

২২ আগস্ট ২০১৯ উদ্বোধন করা হয় 'গাংচিল' নামের বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস্ তৃতীয় বোয়িং ৭৮৭-৮। এ ড্রিমলাইনার একটানা ১৬ ঘন্টা উড়তে পারে। গাংচিলের আসন সংখ্যা ২৭১ টি। এর মধ্যে বিজনেস ক্লাস ২৪টি এবং ২৪৭টি ইকোনমি ক্লাসের আসন রয়েছে। বিজনেস ক্লাসের ২৪টি আসন ১৮০ ডিগ্রি পর্যন্ত রিক্লাইন্ড সুবিধা এবং সম্পূর্ণ ফ্লাটবেড হওয়ায় যাত্রীরা আরামদায়ক ও স্বাচ্ছন্দের সাথে ভ্রমণ করতে পারবেন। এছাড়া প্রতিটি আসনের সামনে প্যানাসনিক এলইডি এস-মনিটর রয়েছে। অত্যাধুনিক বোয়িং ৭৮৭-৮ ড্রিমলাইনার সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৪৩ হাজার ফুট ওপর দিয়ে উড়ে যাওয়ার সময়ও ওয়াই-ফাই সুবিধা পাবেন যাত্রীরা। বিমানে ওয়াই-ফায়ের মাধ্যমে প্রত্যেক যাত্রি ১৫ মিনিটের জন্য বিনামূল্যে ১০ মেগাবাইট ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারবেন।

ফিফা রেফারি জয়া-সালমা

২০২০ সালের জানুয়ারি থেকে ফিফার তালিকাভুক্ত রেফারি হতে যাচ্ছেন বাংলাদেশের দুই নারী রেফারি- জয়া চাকমা ও সালমা ইসলাম। ২৩ আগষ্ট ২০১৯ বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামে ফিফার নির্দেশনা অনুযায়ী, পরীক্ষা দিয়ে ফিফার রেফারি হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে তারা দু'জন। সবকিছু ঠিক থ াকলে ২০২০ সাল থেকে তারা দেশে-বিদেশে ফিফার বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ম্যাচ পরিচালনা করতে পারবেন। এ দু'জনের মধ্যে বাংলাদেশ জাতীয় দলের সাবেক ফুটবলার জয়া চাকমা দেশের প্রথম মহিলা আন্তর্জাতিক ম্যাচ পরিচালনকারী রেফারি।

ক্লিওপেট্রার নগরে পুরাকীর্তির খোজ

মিসরের প্রাচীন নগরগুলোর মধ্যে এখনো কম জানা গেছে আবুকির উপসাগরের পানির নিচে অবস্থিত হেরাক্লেইওন সম্পর্কে। প্রাচীন আটলান্টিস নগরীর ধ্বংসাবশেষ বলা হচ্ছে একে। সম্প্রতি ঐ প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানে ডুবুরিয়া প্রাচীন মন্দির, ৭০০টি নোঙর, ৬৪টি জাহাজ ও খ্রিষ্টপূর্ব সময়ের রাজা দ্বিতীয় টলেমির আমলের অনেক স্বর্ণমুদ্রার সন্ধান পান। প্রাচীন গ্রিক গ্রন্থে আটলান্টিস নগরের কথা বলা থাকলেও এ নগরী কাল্পনিক বলেই শত শত বছর ধরে মনে করতেন ইতিহাসবেত্তারা। এ নগরের একটি মন্দিরেই মিসরের সবচেয়ে বিখ্যাত রানি ক্লিওপেট্রার রাজ্যাভিষেক হয়েছিল।

সাম্প্রতিক ডেঙ্গু পরিস্থিতি: বিশ্ব

১৯৭০ এর দশকের দিকে ফ্লু জাতীয় ডেঙ্গু ভাইরাস ৯টি দেশে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু ২০০৯ সালে পাণঘাতী ডেঙ্গু ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ে ১০০টির বেশি দেশে। ২০১৯ সালে আগষ্ট মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত শুধু দক্ষিণ আমেরিকাতেই ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়েছেন ১৬ লাখ মানুষ, যার ৮০ শতাংশই ফুটবলের দেশ ব্রাজিলে। নিকারাগুয়ায় গত ৭ মাসে ৫৫ হাজার লোক ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হওয়ার পর সর্তকতা জারি করেছে দেশটির সরকার। পাশের দেশ হন্ডুরাসে ৫০ বছরের মধ্যে সবচেয়ে বড় মহামারী আকার ধারণ করেছে ডেঙ্গু। এশিয়ায় বাংলাদেশসহ শ্রীলংকা, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ফিলিপাইন, কম্বোডিয়া, লাওস, ভিয়েতনাম ও থাইল্যান্ডের মতো দেশে ডেঙ্গুর প্রকোপ ভয়াবহ। ফিলিপাইনে ২০ জুলাই ২০১৯ পর্যন্ত ডেঙ্গুতে ৬২২ জনের মৃত্যু হয়, আক্রান্ত হয় দেড় লাখ মানুষ। এমন পরিস্থিতিতে আগষ্টের প্রথম সপ্তাহে দেশটিতে ডেঙ্গুর জাতীয় মহামারী ঘোষণা করে সরকার। এর আগে জুলাই মাসে 'প্রাথমিক ডেঙ্গু সর্তকতা' ঘোষণা করেছিল দেশটি।

■ তথ্য সংগ্রহ: অগ্রদূত ডেস্ক

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

জাতীয় শোক দিবস ২০১৯ উপলক্ষে বাংলাদেশ স্কাউটস এর র‍্যালি

জাতির জনককে বাংলাদেশ স্কাউটসের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল

বাংলাদেশ স্কাউটস সদর দপ্তরে জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আয়োজিত চিত্রাংকণ প্রতিযোগিতায় কাব স্কাউটসদের অংশগ্রহণ

বাংলাদেশ স্কাউটস সদর দপ্তরে জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আয়োজিত রচনা প্রতিযোগিতায় স্কাউটসদের অংশগ্রহণ

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আয়োজিত বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করছেন বাংলাদেশ স্কাউটসের সভাপতি ও প্রধান জাতীয় কমিশনার

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

পরিচ্ছন্ন বাংলাদেশ গড়ার লক্ষে এমওইউ স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

ডেঙ্গু বিষয়ে জনসচেতনতায় রোভার স্কাউটরা

সকল বিদ্যালয়ে ডেঙ্গু বিষয়ে সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ

স্কাউটদের অংশগ্রহণে ডেঙ্গু প্রতিরোধে অভিযানের র‍্যালী

স্কাউটদের ডেঙ্গু নিধন কার্যক্রম

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

১ম স্থান

নাম: রুদ্র মোহাম্মদ কিবরিয়া
গ্রুপ: ৪নং বি এন কলেজ নৌ কাব স্কাউট গ্রুপ

২য় স্থান

নাম: নওশিন জেবিন হুদা
গ্রুপ: বি এ এফ শাহিন ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল স্কাউট গ্রুপ

৩য় স্থান

নাম: মাহবুবা খাতুন
শ্রেণি: ৫ম, গ্রুপ: সামসুল হক খান স্কুল এন্ড কলেজ গ্রুপ

৪র্থ স্থান:

নাম: ধ্রুব বিশ্বাস
গ্রুপ: সামসুল হক খান স্কুল এন্ড কলেজ গ্রুপ

৫ম স্থান

নাম: মারিয়া কাদের
শ্রেণি: ৫ম, গ্রুপ: সামসুল হক খান স্কুল এন্ড কলেজ গ্রুপ

জাতীয় শোক দিবস পালন উপলক্ষে কাব ও স্কাউটদের আঁকা ছবি

ভ্রমণ কাহিনী

ফ্রান্স জাতীয় জাম্বুরীতে বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রতিনিধিদল

পূর্ববর্তী প্রকশের পর...

২০ হাজার স্কাউটের এই মিলন মেলা ২৪টি ভিলেজে বিভক্ত করা হয়েছে। ভিলেজগুলো ইউরোপের বিভিন্ন দেশের প্রয়াত ত্যাগী স্কাউট কর্মকর্তাদের নামে নাম করন করা হয়েছে। আমাদের ভিলেজের নাম "গ্রেটা থুনবার্গ"। প্রতিটি ভিলেজে খররৌদ্রের মধ্যে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শুরু হয়ে গেল জাম্বুরী। অনুষ্ঠানের আগে ভিলেজ এ্যাডিমিনিষ্ট্রেশনের ছোট্ট লাউড স্পিকারে একবার ঘোষনা হলো ভিলেজ সেন্ট্রাল উন্মুক্ত মিলনায়তনে উপস্থিত হতে হবে। জাম্বুরী সঙ্গীত গাইতে গাইতে ছেলে মেয়েরা দলে দলে হাজির হয়ে গেল নির্ধারিত স্থানে। শুরু হলো উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। ভিলেজের ৯২৬ জন স্কাউট এবং কর্মকর্তার সকলেই হাজির হলো। সকলেই গাইলো জাম্বুরী সঙ্গীত। সকলেই জাম্বুরী সঙ্গীত মূখস্ত এবং চর্চা করে এসেছে। সবার কোমরের বেল্টে ঝুলানো ষ্টিলের মগ অথবা ষ্টিলের তৈরী পানির বোতল।

৮টায় কেন্দ্রিয়ভাবে উদ্বোধন হলো ফ্রেন্স জাম্বুরী-২০১৯ "কানেক্ট"। মঞ্চে বাংলাদেশের পতাকা প্রদর্শন করলো স্কাউট আইয়ান জামান। নানা আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে জাম্বুরী উদ্বোধন হলো। কিন্তু অনুষ্ঠানে নেই কোন প্রধান অতিথি, নেই মন্ত্রী, এমপির উপস্থিতি, মঞ্চে নেই কোনো চেয়ার টেবিল !!

২০ হাজার অংশগ্রহণকারী সেই সাথে ২ হাজার সার্ভিস কর্মী ও ৯ টি বিদেশি দল। ২ ঘন্টার মনোমুগ্ধকর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জাম্বুরী উদ্বোধন হলো। পরদিন সকালে ফরাসি শিক্ষামন্ত্রী ক্যাম্প পরিদর্শন করবেন। মন্ত্রী আমাদের তাঁবুতে আসবেন তাই সকাল সকাল উঠে রেডি হতে হবে তাই বেশি রাত না করে ঘুম দিলাম।

জাম্বুরীতে অংশগ্রহণকারী স্কাউটদের জন্য মোবাইল ফোন ব্যবহার নিষিদ্ধ। জাম্বুরীতে মোবাইল ফোন শুধু লিডারগন ব্যবহার করতে পারবেন। ২৪টি ভিলেজ এ্যাডিমিনিষ্ট্রেশন এলাকায় ওয়াইফাই কানেক্টিভিটি আছে। তবে তা খুবই দূর্বল। ইমো বা ম্যাসেঞ্জারে কারো সাথে কথা বললে ১০ বার কেটে যায়, কথা বলতে হয় চেঁচিয়ে। এই হলো "কানেক্ট" জাম্বুরী। কিভাবে একে অপরের সাথে কানেক্টেড হবে, সেটা আল্লাহই জানেন। ভিলেজ কর্মকর্তা দু'জন সারাক্ষণ ল্যাপটপে লেখালেখিতে ব্যস্ত। তারাও সেলফোনের চেয়ে ওয়াকিটকি বেশী ব্যবহার করেন।

সকালে ঘুম থেকে উঠেই দেখি আমাদের টুইন টিমের লিডারগণ নাস্তা রেডি করছেন। নাস্তার আইটেম ভিলেজ থেকে সাপ্লাই করে, সেই বিখ্যাত ফ্রেন্স ব্রেড, জেলি, বাটার, মিল্ক, কলা। নাস্তা করে মন্ত্রীর জন্য অপেক্ষা। এখানে সকালে পিটি পরিদর্শন

নাই, ফ্ল্যাগ প্যারেড নাই। তাই নাস্তা করেই ইভেন্টে (চ্যালেঞ্জ) যাওয়ার কথা। কিন্তু মন্ত্রীর আগমনের অপেক্ষায় আমরা তাঁবুতেই অপেক্ষায় থাকলাম। শিক্ষামন্ত্রী জন মিশেল ব্লেঙ্কার এলেন, আমাদের সাথে কুশল বিনিময় করলেন, ফটো তুললেন। আমাদের টিম লিডার তাকে বাংলাদেশ ভ্রমনের আমন্ত্রণ জানালে তিনি সময় সূযোগ বুঝে বাংলাদেশ ভ্রমণের আশ্বাস দিয়ে এবং জাম্বুরীর পর ফ্রেন্স শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে বাংলাদেশ স্কাউটস টিমকে চায়ের দাওয়াত দিয়ে মন্ত্রী মহোদয় বিদায় নিলেন। পরে আমাদের স্কাউটরা গেল হাইকিংয়ে, টিম লিডার হিমেল ইন্টারন্যাশনাল টিম লিডারদের মিটিংয়ে, আমি পারসোনাল সাপোর্ট ট্রেনিংয়ে। গার্লস ইউনিট লিডার ফারহানা ছিলেন গার্ল ইন স্কাউট ইউনিটের সাথে। বন পথে হাইকিং চলাকালে ফারহানার ডাক পড়লো হাসপাতালে। গার্ল স্কাউট মোহনাকে নিয়ে তাকে এক্ষুনি যেতে হবে জাম্বুরী হাসপাতালে এবং সেখান থেকে স্থানীয় জেলা শহরের হাসপাতালে। মোহনা জাম্বুরীতে আসে গায়ে জ্বর নিয়ে। পর দিন অর্থাৎ ২২তারিখ সকালে তার অবস্থার অবনতি হলে জাম্বুরী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তার রক্ত সংগ্রহ করা হয়েছিলো। আজ তার রক্ত পরীক্ষার রিপোর্ট বের হয়েছে। ডাক্তার তাকে অনতিবিলম্বে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। পরে স্কাউটার ফারহানার কাছে শুনেছি তাকে এতটা জোড়ে দৌড়াতে বাধ্য করা হয়েছিলো যেন মহাপ্লাবন পিছনে ধাওয়া করছে।

সিলেটের বড়লেখার গার্ল ইন স্কাউট মোহনা ফ্রান্সে আসার ২০ দিন আগে থেকেই জ্বরে আক্রান্ত। কোন চিকিৎসাই করা হয়নি তার। প্যারিস এয়ারপোর্টে নেমে জানা গেল তার জ্বর। জাম্বুরীতে যাওয়ার পরদিন সকালে জ্বর বেড়ে যাওয়ায় পৈছি সেন্ট্রাল হাসপাতালে নেয়া হলো। টানা দুইদিন নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার পর জানা গেলে তার টাইফয়েড জ্বর। চিকিৎসা শেষ না করে হাসপাতাল কতৃ´পক্ষ কোন ভাবেই তাকে হাসপাতাল ছাড়ার অনুমতি দিবে না। হলোও তাই। ২৬ জুলাই জাম্বুরী শেষ হওয়ার পরও সুস্থ্য না হওয়ায় মোহনাকে হাসপাতাল থেকে রিলিজ দেওয়া হলো না। রিলিজ দেওয়া হলো ৩০ জুলাই সকালে। এর মাঝে ইউনিট লিডার ফারহানা রহমান সেতুকে দিনরাত হাসপাতালে মোহনার সাথে থাকতে হয়। আমিও একদিন হাসপাতালে সারাদিন কাটালাম। ফলে জাম্বুরীর কর্মসূচিতে দুটি ইউনিটই ইউনিট লিডার ছাড়াই কর্মসূচিতে অংশগ্রহন করে।

দুপুরে খাবার সময় হলে বলা হলো "আজ পিকনিক"! পিকনিক মানেই রেডিমেড খাবার, মানে শুকনো খাবার।ওদের পিকনিক শব্দটার ব্যবহার খুব মজার। পিকনিক মানে রেডিমেট খাবার গ্রহন। মানে শুকনো খাবার। যে যেখানে আছে সেখানে খাবার পৌঁছে গেল। আমাদের জন্য হালাল খাবার এর আলাদা প্যাকেট। লাঞ্চ এর পর আরেকটি ইভেন্ট, তারপর ডিনার তৈরি করার সময় সাড়ে ৫ টা থেকে ৭ টা পর্যন্ত। ডিনার প্রিপারেশন মানে ইউনিট ভিত্তিক রান্না হয়। তবে রেশন সংগ্রহ করতে হয় স্কাউট মার্কেট থেকে নির্দিষ্ট কুপন দিয়ে। প্রতিটি ভিলেজ এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন এলাকায় কুকিং এরিয়া নির্ধারন করা হয়েছে। প্রথম দিনই তৈরী করা হয় কুকিং সেট বা উন্নত চুলা। ইউনিটগুলো এখানেই রান্না করবে। আমাদের ও টুইন টিমের স্কাউটরা মিলে ডিনার রেডি করল। সালাদ, ব্রেড, বাটার, জুস, ইউগার্ট, টুনা ফিস দিয়ে ডিনার করে।

স্কাউটরা সান্ধ্যকালীন প্রেগ্রামে গেল ভিলেজ কালচারাল প্রেজেন্টেশন এ্যারিনায়। লক্ষণীয় বিষয় হলো ভিলেজের কর্তারা ভিলেজের ছোট্ট লাউড স্পিকারে একটি বার ঘোষণা দিলেন সবাইকে ভিলেজ স্টেজ এর কাছে সমবেত হতে হবে, ৫মিনিট পরে আর তাঁবু এলাকায় কাউকে পাওয়া গেল না, ২য় বার ঘোষণা করার দরকার পড়লো না।

প্রেগ্রাম শেষে চলে এল সবাই তারপর ঘুমানোর প্রস্তুতি এবং ঘুম। গুড নাইট। গুড নাইট মানে, গুড নাইট। পূরো ক্যাম্প এলাকায় নেই কোন কলরব, নেই মাইকে ঘোষনা, হাঁকডাকের শব্দ। রাত জেগে গেজেট গড়া বা ষ্টাফ মিটিংও হলো না কোন ভিলেজের অফিসে।

জাম্বুরীতে কোন ভলেন্টিয়ার বা স্বেচ্ছাসেবক রোভারের অস্তিত্ব নাই। ফ্রান্সে স্কাউট পোষাক বলতে শুধু স্কাউট শার্ট ও স্কার্ফ ঝুঝায়। তবে তিনটি স্তরের স্কাউটদের জন্য তিনটি বিভিন্ন রংয়ের স্কাউট শার্ট রয়েছে। ফ্রান্সের কাব স্কাউটদের জন্য নীল রংয়ের,বয় স্কাউটদের জন্য সবুজ রংয়ের এবং রোভার স্কাউটদের জন্য লাল রংয়ের শার্ট নির্ধারিত। সবাই যার যেমন ইচ্ছা রং ও ডিজাইনের হাফ প্যান্ট, কেডস বা বুট পড়ে।

জামা কাপড় নোংরা, ময়লা, ছেঁড়া। অর্জিত ব্যাজ শার্টের পিঠে পরিধান করে। অধিকাংশই স্কার্ফ প্রেন্ডশীপ নট দিয়ে গলায় ঝুলায়। ইউনিট লিডারদের গলায় দড়িতে ঝুলছে হুইসেল। অবশ্য পূরো জাম্বুরীতে কখনো টিট টিট টাআআআআ-----হুইসেলের শব্দ পাইনি।

জাম্বুরীর ২৪টি ভিলেজের প্রতিটির জন্যই আলাদা ওয়াশ ব্লক, গোসল খানা, পানির ব্যবস্থা। খাবার পানির ব্যবস্থা খুব ভালো ছিল। সব কলের পানিই পান যোগ্য এবং শীতল। এছাড়াও হাড়ি পাতিল বাসন ধোয়ার জন্য ওয়াশ বেসিন আছে, বর্জ্য ব্যবস্থাপনাও অসাধারণ। প্রতিটি ইউনিট তাদের বর্জ্য আলাদা ভাবে রিসাইকেলেবল, পচন যোগ্য ও শুষ্ক এই তিনটি আলাদা পলিথিন প্যাকে ভরে রাখে। তারপর ভিলেজের সামনে রাখা বড় বড় আলাদা আলাদা ডাস্টবিনে রেখে আসতে হয়। কেন্দ্রীয় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের গাড়ি নির্দিস্ট সময়ে এসে নিয়ে যায়। পুরো ক্যাম্পের কোথাও একফোঁটা ময়লা, চিপস এর প্যাকেট, বোতল কিছুই দেখা যায়না। টয়লেট ও গোসল খানা দিনে দুবার পরিষ্কার করা হয়, এই পরিষ্কার করার দায়িত্বও স্কাউট ভলান্টিয়ারদের। গোসল খানায় সব সময় ঠান্ডাও গরম পানি পাওয়া যায়। প্রতিটি ভিলেজ এর কর্মকর্তা ও স্বেচ্ছা সেবক টিম স্বতন্ত্র ভাবে সব ব্যবস্থা করে, তারা নিজেদের রান্না ভিলেজেই করে এবং পালাক্রমে রান্না, ধোয়া মোছা তারা নিজেরাই করে। সেন্ট্রাল ক্যাফেটেরিয়াতে শুধু সেন্ট্রাল বিভাগের দায়িত্বশীলরাই খাওয়া দাওয়া করেন।

■ লেখক: **স্কাউটার মীর মোহাম্মদ ফারুক**
সদস্য, জনসংযোগ ও মার্কেটিং প্রকাশনা
বিষয়ক জাতীয় কমিটি
বাংলাদেশ স্কাউটস
বাই সাইকেলে বিশ্ব ভ্রমণকারী

মনের ও অসুখ হয়, তবে তার চিকিৎসা কেন নয়

মানসিক রোগ হচ্ছে মনের অসুখ। শরীর ও মন নিয়েই মানুষ। মানুষের শরীরের যেমন অসুখ হয়, মনেরও তেমনি অসুখ হয়। শরীরের অসুখ আমরা সহজেই মেনে নিই। কিন্তু মনেরও অসুখ হবে- ব্যাপারটা আমরা ঠিক মানতে পারি না। আমরা মানতে পারি বা না পারি, মনের যে অসুখ হয় এটা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত সত্য। এই মনের অসুখের স্বরূপ কী? আমরা ঠিক কোন অবস্থাকে মনের অসুখ বলবো?

কোনো মানুষের চিন্তা ও আচরণে হালকা থেকে মাঝারি বা তীব্র ধরনের সমস্যা হওয়ার কারণে যদি তার নিত্যদিনের স্বাভাবিক কাজকর্ম বিঘ্নিত হয়, তিনি যদি জীবনের স্বাভাবিক ছন্দ হারিয়ে ফেলেন, এই অবস্থাটিকে আমরা মানসিক অসুস্থতা বলতে পারি। এই অবস্থায় মানুষটি তার চিন্তা ও আবেগের ভারসাম্য রক্ষা করতে হিমশিম খান বা হারিয়ে ফেলেন। আপনার চিরপরিচিত মানুষটি হয়ে যান অন্য কোনো মানুষ। মানসিক রোগ হলে অভ্যাস, ব্যক্তিত্ব, মেজাজ, চিন্তা সবকিছুই প্রভাবিত হয়। সবকিছুতেই পরিবর্তন আসে। এই পর্যন্ত প্রায় দুইশরও বেশি ধরনের মানসিক রোগ শনাক্ত করা হয়েছে। তার মধ্যে ডিপ্রেসন, এংজাইটি ডিসঅর্ডার, ডিমেনশিয়া, স্কিৎজোফ্রেনিয়া, বাইপোলার ডিসঅর্ডার প্রভৃতি সবচেয়ে বেশি ঘটতে দেখা যায়। মানসিক রোগ শারীরিক ও আবেগীয় দিককেও প্রভাবিত করে।

মানসিক রোগ কেন হয়?

অতিরিক্ত মানসিক চাপ, প্রতিকূল পারিপার্শ্বিকতা, জীবনে ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনা বা দুর্ঘটনার প্রভাব প্রভৃতি কারণে সাধারণত মানসিক রোগ হতে দেখা যায়। এছাড়া জিনগত কারণে এবং শরীরের জৈব রাসায়নিক ভারসাম্যহীনতাকে মানসিক রোগের জন্য দায়ী ভাবা হয়।

মানসিক রোগের সাধারণ উপসর্গঃ

বিভিন্ন রোগের উপসর্গ বিভিন্ন রকমের হয়। তবে সাধারণত প্রাপ্তবয়স্ক, কিশোর-তরুণ, বৃদ্ধদের নিচের উপসর্গগুলো দেখা যেতে পারে।

- চিন্তাভাবনায় সমস্যা
- দীর্ঘদিন হতাশায় ভোগা
- মন-মেজাজের দ্রুত পরিবর্তন
- অতিরিক্ত ভয় ও দুশ্চিন্তা
- সামাজিক বিচ্ছিন্নতা
- খাদ্যগ্রহণ ও ঘুমের অভ্যাসে পরিবর্তন
- তীব্র রাগ
- ভুল, অদ্ভুতুড়ে বিশ্বাস (delusion)
- ভুল দেখা, ভুল শোনা (hallucination)
- দৈনন্দিন জীবনের খেই হারিয়ে ফেলা
- আত্মহত্যার চিন্তা ও চেষ্টা

শিশুদের ক্ষেত্রে

- স্কুলের ফলাফলে আকস্মিক পরিবর্তন
- অনেক চেষ্টা করেও ভাল ফলাফল করতে না পারা
- খাদ্য ও ঘুমের অভ্যাসে পরিবর্তন
- অতিরিক্ত চাঞ্চল্য বা নিথর হয়ে যাওয়া
- ঘন ঘন দুঃস্বপ্ন দেখা
- খুব বেশি রাগারাগি করা

মানসিক রোগের চিকিৎসাঃ

আপনার যদি মানসিক রোগ হয় তাহলে কী করবেন? চমকে গেলেন তো? খুবই স্বাভাবিক। আমাদের মধ্যে একটা অদ্ভুত ধারণা প্রচলিত আছে যে আমার কখনো মানসিক রোগ হবে না। আমি এবং আমার প্রিয় মানুষগুলো এই বিদঘুটে রোগগুলো থেকে পুরোপুরি নিরাপদ। অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানানো যাচ্ছে যে এমন ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। আপনি বা আপনার কাছের কেউই যেকোনো সময় যেকোনো মানসিক রোগে আক্রান্ত হতে পারেন। এটা খুবই স্বাভাবিক। এতে লজ্জার কিছু নাই। এটা কোনো দুর্বলতাও নয়। তাই আপনার মধ্যে যদি কখনো মানসিক রোগের উপসর্গগুলো দেখা দেয় তাহলে প্রথমেই যা করবেন তা হলো সকল উন্নাসিকতা ঝেড়ে ফেলে মেনে নিন যে, আপনি মানসিকভাবে অসুস্থ। তারপর বিশ্বস্ত কারো সাথে পরামর্শ করতে পারেন, কোন মনোরোগ বিশেষজ্ঞ আপনার জন্য ভাল হবে। তারপর সোজা তার চেম্বারে যাবেন।

■ অগ্রদূত ডেস্ক

খেলাধুলা

ঘুড়ি উড়ানো

ঘুড়ি বা আঞ্চলিক ভাষায় গুড্ডি কেবল আমাদের দেশেই নয় সারা বিশ্বেই একটি জনপ্রিয় খেলা। চীন, জাপানসহ দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে বিচিত্র ধরনের ঘুড়ি দেখা যায়। আমোদ-প্রমোদের খেলা হিসেবে এটি এখনও শীর্ষ স্থানীয়। গ্রামাঞ্চলে একে গুড্ডি খেলা বলে। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে ধান-পাট লাগানোর পর কৃষকরা যখন অবসর থাকে, তখন ঘুড়ি উড়ানোর ধুম পড়ে যায়। লাল-নীল, সাদা-কালো, সবুজ-হলুদ, বেগুনি কাগজের ঘুড়িতে তখন ছেয়ে যায় আকাশ। বিস্তৃত আকাশের পটে সে দৃশ্য যে কত সুন্দর তা ভাষায় বর্ণনা করা যায়না। পুরুষ-মহিলা, ছেলে-বুড়ো সকলেই আনন্দের সাথে আকাশে তাকিয়ে এই দৃশ্য উপভোগ করে।

কখনো রঙ মাখানো মাঞ্জা সুতো, কখনো বিনা রঙের সুতো দিয়ে ঘুড়ি ওড়ানো হয়। ডিমের কুসুম, সাবু সিদ্ধ, ভাতের ফ্যান, অ্যারারুট (কাপড়ের মাড় দিতে ব্যবহৃত হয়), গাবসিদ্ধ, তেঁতুল-বিচি সিদ্ধ, বালি ইত্যাদির সঙ্গে কাঁচের মিহি গুড়ো মিশিয়ে দেয়া হয় সরু, চিকন ও মোটা সুতায়। এসময় তারা ছড়াও বলে। যেমন

লালরঙা ঘুড়ি, নীলরঙা ঘুড়ি,
আয় না উড়ি।

করছে কেমন যেন গাটা,
পড়লি তবে তুই কাটা,
ভোঁ কাট্টা, ভোঁ কাট্টা, ভোঁ কাট্টারে।
ভোঁ মারা, ভোঁ মারা, ভোঁ মারারে।

ঘুড়ি উড়াব,
লাটুই নিব,
সঙ্গে যাবে যাদু।
প্যাঁচ লাগাব,
ঘুড়ি কাটব,
হেরে যাবে কাদু।

অথবা

একজনের ঘুড়ির সুতো দিয়ে অন্যের ঘুড়ির সুতোয় প্যাঁচ লাগিয়ে কেটে দেয়া এই গুড্ডি খেলার একটি আকর্ষণীয় বিষয়। আর এই উদ্দেশ্যেই ঘুড়ির মালিকরা কাঁচ মিহি গুড়ো করে, আঠায় মিশিয়ে সুতোয় লাগায়। যার সুতার ধার বেশি সে সারাক্ষণ অন্যের গুড্ডির সাথে প্যাঁচ খেলে ঘুড়ির সুতা কেটে দেয়। এই সুতা-কাটা ঘুড়িগুলো বাতাসে ভাসতে ভাসতে চার-পাঁচ মাইল দুরেও চলে যায়। আর সেই সুতা-কাটা ঘুড়ি ধরারা জন্য বাচ্চা ছেলে থেকে বুড়োরা অব্দি মাইলের পর মাইল দৌঁড়ায়। বলার অপেক্ষা রাখেনা, এ ধরণের ঘুড়ি যে ধরতে পারে সেটা তারই হয়। সব সুতো কাটা ঘুড়ি উদ্ধার করা সম্ভব হয়না। কোন ঘুড়ি বিলের পানিতে পড়ে নষ্ট হয়, কোনটি গাছ বা খুঁটির আগায় বেঁধে ছিঁড়ে যায়। কিন্তু এমন ঘুড়ি উদ্ধারের জন্য শিশু-কিশোরদের চেষ্টার অন্ত থাকে না।

ঘুড়ি খেলা প্রথম কোথায় আবিষ্কৃত হয় তা এখনো ঠিক জানা যায়নি। অনেকে মনে করেন চীনদেশে প্রথম ঘুড়ি খেলা চালু হয়। কোরিয়া, জাপান, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড ও হামামটসের শহরে ঘুড়ি খেলা উপলক্ষ্যে জাতীয় ছুটি উদযাপিত হয় খেলা আরম্ভের প্রথম দিনটিতে। আমাদের দেশে এখনও এই খেলার চল উঠে যায়নি, তবে আগের চেয়ে কম হারে ঘুড়ি উড়ানো হয়।

অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও নানা ধরনের ঘুড়ির প্রচলন দেখা যায়। এগুলোর আকৃতি ও বানানোর কৌশল একটি আরেকটির থেকে সমপূর্ণ আলাদা। কোনটিতে লেজ থাকে, কোনটি লেজ ছাড়া। আমাদের দেশে সচরাচর যে সব ঘুড়ি দেখা যায় সেগুলো হলো চং গুড্ডি, পতিনা গুড্ডি, নেংটা গুড্ডি, শকুনি গুড্ডি, ফেইচকা গুড্ডি, সাপ গুড্ডি, ডোল গুড্ডি, ডোল গুড্ডি, মানুষ গুড্ডি ইত্যাদি।

নুনতা

দলবল নিয়ে খেলা হয় নুনতা। মাটির উপর বৃত্ত একে তৈরি করা হয় খেলার ঘর ও একজন হয় তার মালিক। খেলার শুরুতে সে থাকে ঘরের বাইরে যখন অন্যেরা সবাই ঘরের মধ্যে অবস্থান নেয়। বৃত্তের বাইরে ঘুরতে ঘুরতে মালিক গায় 'নুনতা বলোরে।' অন্যেরা সমস্বরে বলে 'এক হলোরে।' এভাবে সাতবার বলার সঙ্গে সঙ্গে ঘরে সবাই বাইরে ছুটে পালায়। ফাঁকা ঘর পেয়ে ঢুকে পড়ে মালিক। এখান থেকে সে শ্বাস বন্ধ করে গুণ-গুণ শব্দে বা ছড়া কাটতে কাটতে বের হয়ে অন্যদের ধরার চেষ্টা করে। যে প্রথমে ধরা পরে মালিক তাকে নিয়ে একই নিয়মে অন্যদের ধরার চেষ্টা করা হয়। এভাবে একে একে সবাইকে দলভূক্ত করে সবশেষে যে বাইরে থাকে সে-ই হয় পরের বার ঘরের মালিক। এভাবে ঘুরে ফিরে যতক্ষণ ইচ্ছা খেলা চলতে থাকে।

যশোর ও খুলনায় নুনতাকে কুতকুতে

খেলাও বলে। সেখানে নুনতার বদলে কুতরে বলে ডাক দেয়া হয়। অন্যেরা একরে-দুইরে বলে উত্তর দেয়। মেয়েরাও এটি খেলে থাকে।

কম্পিউটার কেনার আগে ভাবুন

(পূর্ববর্তী প্রকাশের পর...)

র‍্যাম নির্বাচন

র‍্যাম একটি কম্পিউটারের গতি বাড়াতে সাহায্য করে। বর্তমানে দেশের বাজারে অনেক ব্র্যান্ডের র‍্যাম পাওয়া যায়। যতগুলো কোম্পানির র‍্যাম পাওয়া যায় তার মধ্যে ট্রনসেন্ড, টুইনমস উল্লেখযোগ্য ব্র্যান্ড। র‍্যাম কেনার সময় এর বাস ফ্রিকোয়েন্সি দেখে কেনাই ভাল। ডিডিআর-থ্রি এর চেয়ে ডিডিআর ফোর র‍্যামের দক্ষতা বেশি। আর একটি বিষয় হলো- মাদারবোর্ডে র‍্যামের স্পট যেমন হবে আপনাকে ওই অনুপাতেই র‍্যাম কিনতে হবে।

হার্ডডিস্ক যেমন হবে

একটি কম্পিউটারের যাবতীয় তথ্য জমা রাখতে হার্ডডিস্ক ব্যবহার করা হয়। এটি কম্পিউটারের ভার্চুয়াল র‍্যাম হিসেবেও কাজ করে। তসিবা, স্যামসাং ও ট্রানসেন্ড কোম্পানির হার্ডডিস্ক বর্তমানে বাজারে রয়েছে। হার্ডডিস্কে যত বেশি জায়গা থাকবে আপনি তত বেশি তথ্য সংগ্রহ করতে পারবেন। বর্তমানে ১৬০ জিবি থেকে ৩টিবি পর্যন্ত হার্ডডিস্ক পাওয়া যায়। হার্ডডিস্কের আরপিএম বেশি হলে এর ডাটা ট্রান্সফার ক্ষমা বেশি হবে। মাদারবোর্ডে হার্ডডিস্কের পোর্ট অনুযায়ী আপনাকে হার্ডডিস্ক কিনতে হবে। আপনি যদি এক্সটার্নাল হার্ডডিস্ক ব্যবহার করতে চান তাহলে মাদারবোর্ডের ইউএসবি পোর্টের ভার্সন দেখে তা কিনবেন।

যেমন হবে কম্পিউটার কেসিং

মাদারবোর্ড, হার্ডডিস্কসহ অন্যান্য যন্ত্রাংশ সাজিয়ে রাখার বক্সটিই হলো কেসিং। কেসিং নির্বাচনের জন্য ব্র্যান্ড ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। তবে কেসিং নির্বাচন করার সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন এটি দেখতে সুন্দর এবং এটি দিয়ে বাতাস যাতায়াতের সু-ব্যবস্থা থাকে। আর একটি বিষয় হলো- কেসিং এর সঙ্গেই পাওয়ার সাপাই সংযুক্ত থাকে এ কারণে কেসিং এর মূল্য পাওয়ার সাপাইয়ের কোয়ালিটির ওপর অনেক নির্ভর করে।

অপটিক্যাল ডিস্ক ড্রাইভ যেমন হবে

অপটিক্যাল ডিস্ক ড্রাইভ বলতে আমরা বুঝি সিডি বা ডিভিডি পেয়ার ও রাইটার। বাজারে অনেক কম্বোল ড্রাইভ পাওয়া যায় যা দিয়ে পেয়ার ও রাইটারের সুবিধা পাওয়া যাবে। মাদারবোর্ডের পোর্ট অনুযায়ী অপটিক্যাল ডিস্ক ড্রাইভ কিনতে হবে নয়তো আলাদা কনভার্টারের সাহায্য নিতে হতে পারে। অপটিক্যাল ডিস্ক ড্রাইভের স্পিড বেশি হলে এটি ডিস্ক থেকে দ্রুত ডাটা রিড করতে পারবে।

গ্রাফিক্স কার্ড

কম্পিউটারের বিভিন্ন ব্যবহার রয়েছে। বিশেষ করে গেমারদের জন্য কম্পিউটারে ভাল গ্রাফিক্স কার্ডের প্রয়োজন রয়েছে। বাজারে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের গ্রাফিক্স কার্ড পাওয়া যায়। গ্রাফিক্স কার্ডেল ভি-র‍্যাম বেশি হলে এর ফলাফল ভাল পাওয়া যাবে। এছাড়াও ক্লক রেট, মেমোরি বাস ইত্যাদি বিভিন্ন জিনিসের জন্যও গ্রাফিক্স কার্ডের ক্ষমার পরিবর্তন হয়।

কি-বোর্ড

কম্পিউটারের গুরুত্বপূর্ণ ইনপুট ডিভাইসের মধ্যে অন্যতম হলো কি-বোর্ড। বাজারে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের কি-বোর্ড পাওয়া যায়। এফোরটেক, ওয়ালটন, ডিলাক্স ও মারকারি ব্র্যান্ডের কি-বোর্ড এগুলোর মধ্যে অন্যতম। এটি কেনার সময় লক্ষ্য করবেন বাংলা অক্ষর রয়েছে কি-না অথবা আপনার প্রয়োজনীয় ফন্ট আছে কি-না?

মাউস নির্বাচন

কম্পিউটারের গুরুত্বপূর্ণ ইনপুট ডিভাইসের মধ্যে অন্যতম আর একটি হলো মাউস। বাজারে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের কি-বোর্ড পাওয়া যায়। এফোরটেক, ওয়ালটন, ডিলাক্স ও মারকারি ব্র্যান্ডের মাউস পাওয়া যায়। ব্যবহার বান্ধব বা ধরতে সুবিধা হয় এমন মাউস নির্বাচন করলে ভাল। রয়েছে বিভিন্ন কালারের মাউস। চাইলে আপনি আপনার পছন্দ মতো কালার নির্বাচন করতে পারেন। বর্তমানে গেমারদের জন্য কালারফুল ও আলাদা সুবিধা যুক্ত মাউস পাওয়া যায়।

ইউপিএস নির্বাচন

ডেস্কটপ কম্পিউটারের জন্য ইউপিএস একটি অপরিহার্য অংশ। বাজারে দুই ধরনের ইউপিএস পাওয়া যায়। একটি হলো অনলাই ইউপিএস ও অন্যটি হলো অফলাইন ইউপিএস। সাধারণত একটি শর্ট ব্যাকআপের ইউপিএস ২০ থেকে ২৫ মিনিট ব্যাকআপ দিয়ে থাকে।

স্পিকার নির্বাচন

কম্পিউটারের আরো একটি আউটপুট ডিভাইস হলো স্পিকার। একটি কম্পিউটারের পরিপূর্ণতা আনতে হলো এটির সঙ্গে স্পিকার সংযুক্ত করতে হবে। সঙ্গীত প্রেমীরা কম্পিউটারের সঙ্গে স্পিকার যুক্ত করতে চাইলে উন্নত মানের স্পিকার নিতে পারেন। বাজারে ২:১ ও ৫:১ স্পিকার পাওয়া যায়। বর্তমান প্রায় সব মাদারবোর্ডেই ৫:১ সাউন্ড কার্ড বিল্ট-ইন থাকে। ফলে আপনি ৫:১ স্পিকার ব্যবহার করতে পারবেন। (সমাপ্ত)

■ তথ্যসূত্র: দৈনিক ইত্তেফাক, ১২ জুলাই ২০১৮
সংগ্রহ: অগ্রদূত ডেস্ক

ছড়া-কবিতা

রক্তে বিবর্ণ তুমি

মোহাম্মদ মাহবুব খান

নিঝুম রাতে নিঝুম দ্বীপে ভাবছি বসে একাকী
লিখব আমি আজকে কবিতা নাকি অন্য কিছু,
বঙ্গবন্ধুর জন্য লিখব কবিতা এমন কবি নয়ত আমি
তাঁর জন্য ছড়া লিখব এমন ছড়াকারও নয়ত আমি
কবিতায় নতুন করে কি লিখব '৫২, '৭১ নাকি ১৫ই আগষ্ট।।

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্টের বরবর্তায় হাহুতাশ আমি
নিঠুর শহরের রাজপথ রঞ্জিত হয়েছিল সেদিন মুজিবের রক্তের ঝরণা ধারায়,
গর্ভবতী পুত্রবধূর করুণ আকুতি ভাবলেই
তালগোলে এলোমেলো ভাবনায় হারিয়ে ফেলি আমি নিজেকে,
নিস্পাপ শিশুপুত্রের মর্মভেদী কান্নায় নির্বাক আমি,
সেদিন ফুলের পাপড়িগুলো বিবর্ণ হয়েছিল তোমার রক্তে
সেদিন ৩২ নং বাড়ীতে রক্ষা পায়নি সোনার বাংলা।

তেঁতুল পাতায় আড়াল হয় না সূর্যের রঙ,
হিমালয় কভু ডুবে যায় না ঘন কুয়াশায়,
সাগরের জল ঘোলা হয় না দু'ফোটা চুনে,
শোকাবহ ১৫ আগষ্টে রবে তুমি বাঙালির প্রতিটি হৃদয়ে।

সাম্প্রতিক দেশ-বিদেশের সংক্ষিপ্ত খবর

দেশের খবর...

০৬.০৮.২০১৯ ॥ মঙ্গলবার

– পাবনার রূপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের জ্বালানি ইউরেনিয়াম সরবরাহে বাংলাদেশ ও রুশ ফেডারেশনের মধ্যে স্বাক্ষরিত আন্তঃরাষ্ট্রীয় সহযোগিতা চুক্তি আওতায় রাশিয়ার সরকারি কোম্পানি টিভিইএল'র সাথে বাংলাদেশ পরমানু শক্তি কমিশনের (বিএইসি) চুক্তি স্বাক্ষরিত।

০৭.০৮.২০১৯ ॥ বুধবার

– ভারতের রাজধানী দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ-ভারত স্বরাষ্টমন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক।

০৮.০৮.২০১৯ ॥ বৃহস্পতিবার

– যুক্তরাজ্যে তিন সপ্তাহের সরকারি সফর শেষে ঢাকায় ফিরেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

১৯.০৮.২০১৯ ॥ সোমবার

– তিনদিনের সফরে ঢাকা আসেন ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সুব্রামানিয়াম জয়শঙ্কর।

– মন্ত্রিসভার বৈঠক 'জাতীয় স্কুল মিল নীতিমালা' অনুমোদিত।

২০.০৮.২০১৯ ॥ মঙ্গলবার

– ঢাকায় বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত।

২২.০৮.২০১৯ ॥ বৃহস্পতিবার

– বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সে সর্বশেষ যুক্ত বিশ্বের সর্বাধুনিক প্রযুক্তিসংবলিত সম্পূর্ণ নতুন তৃতীয় বোয়িং-৭৮৭-৮ ড্রিমলাইনার উড়োজাহাজ 'গাঙচিল' এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন।

২৫.০৮.২০১৯ ॥ রবিবার

– বিবাহ নিবন্ধনের ক্ষেত্রে কাবিনের ফরম থেকে 'কুমারি' শব্দ বাদ দিয়ে 'অবিবাহিত' শব্দ যোগ দেয়ার নির্দেশ দেয় সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ।

২৬.০৮.২০১৯ ॥ সোমবার

– মন্ত্রিসভার বৈঠকে 'আকাশপতে পরিবহন (মন্ট্রিল কনভেনশন, ১৯৯৯) আইন ২০১৯'- এর খসড়া নীতিগত অনুমোদন।

২৭.০৮.২০১৯ ॥ মঙ্গলবার

– নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ-চায়না পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড গঠনে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত।

– জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ৪৩তম মৃত্যুবার্ষিকী পালিত।

বিদেশের খবর...

০১.০৮.২০১৯ ॥ বৃহস্পতিবার

– রাশিয়ার ওপর নতুন করে আরেক দফা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

– ইংল্যান্ড- অস্ট্রেলিয়ার অ্যাশেজ সিরিজের প্রথম টেস্টের মধ্য দিয়ে শুরু হয় ক্রিকেটের নতুন টুর্নামেন্ট 'আইসিবি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশীপ'।

০২.০৮.২০১৯ ॥ শুক্রবার

– প্রাপ্তবয়স্ক নারীদের বিনানুমতিতে বিদেশ ভ্রমণ সংক্রান্ত রাজকীয় ফরমান জারি করে সৌদি আরব।

০৩.০৮.২০১৯ ॥ শনিবার

– যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস অঙ্গরাজ্যের এল পাসো শহরে বন্দুক হামলায় ২০ জন নিহত।

– সরকারবিরোধী বিক্ষোভের সময় রাশিয়ার বিরোধী নেতা ল্যুবভ সোবলকে গ্রেফতার করে দেশটির পুলিশ।

০৪.০৮.২০১৯ ॥ রবিবার

– যুক্তরাষ্ট্রের ওহাইও অঙ্গরাজ্যের ডেটন শহরে বন্দুক হামলায় ১০ জনের প্রাণহানি।

– বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে আরবি ভাষা শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার ঘোষণা দেন মরক্কোর প্রধানমন্ত্রী সা'দুদ্দিন ওসমানি।

০৬.০৮.২০১৯ ॥ মঙ্গলবার

– ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত ছয়শতাধিক মানুষের প্রাণহানির পর জাতীয় পর্যায়ে ডেঙ্গুকে মহামারি ঘোষণা করে ফিলিপাইন।

০৭.০৮.২০১৯ ॥ বুধবার

– তুরস্ক ও রাশিয়ার মধ্যে ভিসামুক্ত ভ্রমণ চালু ।

০৮.০৮.২০১৯ ॥ বৃহস্পতিবার

– ১৪৪০ হিজরি সনের পবিত্র হজের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু।

১০.০৮.২০১৯ ॥ শুক্রবার

– পাপমুক্তি ও আত্মশুদ্ধির আকুল বাসনা নিয়ে পবিত্র হজ পালন করেন লাখ লাখ ধর্মপ্রাণ মুসলমান।

১১.০৮.২০১৯ ॥ রবিবার

– সৌদি আরবসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ঈদুল আযহা উদযাপিত।

১২.০৮.২০১৯ ॥ সোমবার

– সারা দেশে পবিত্র ঈদুল আযহা উদযাপিত।

১৫.০৮.২০১৯ ॥ বৃহস্পতিবার

– কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা বাতিল নিয়ে উত্তেজনার মধ্যে সীমান্তে ভারত ও পাকিস্তানের সেনাদের মধ্যে ব্যাপক গোলাগুলি হয়।

– মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা প্রধান ড্যান কোটস পদত্যাগ করেন।

১৭.০৮.২০১৯ ॥ শনিবার

– আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলে একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে আত্মঘাতী বোমা হামলায় অন্তত ৬৩জন নিহত ও ২০০ জন আহত।

১৯.০৮.২০১৯ ॥ সোমবার

– দুর্নীতির অভিযোগে সুদানের ক্ষমাচ্যুত প্রেসিডেন্ট ওমর আল-বশিরের বিচার শুরু।

২০.০৮.২০১৯ ॥ মঙ্গলবার

– চাঁদের কক্ষপথে প্রবেশ করে ভারতের মহাকাশযান 'চন্দ্রযান-২'।

– স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে দ্বন্দ্বের জেরে পদত্যাগের ঘোষণা দেন ইতালির প্রধানমন্ত্রী জিউসেপ্পি কন্তে।

■ সংকলন: অগ্রদূত ডেস্ক

বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় শোক দিবস পালন

১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট তারিখে বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্থপতি শেখ মুজিবুর রহমানকে স্বপরিবারে হত্যা করা হয়। এরপর থেকে দিনটিকে স্মরনীয় করে রাখতে ১৫ আগষ্ট জাতীয় শোক দিবস ঘোষণা করা হয়। প্রতি বছরের ন্যায় এবারও ১৫ আগষ্ট ২০১৯ তারিখ জাতীয় শোক দিবসে বাংলাদেশ স্কাউটস গভীর শোক ও শ্রদ্ধায় স্মরণ করে বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবারের সকল সদস্যদের। জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে বেলা ১১.৩০ মিনিটে র‍্যালী আয়োজন করা হয় এবং ধানমন্ডীর ৩২ নাম্বারে জাতির জনকের স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পার্ঘ্য অর্পন করে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় কমিশনারবৃন্দ, জাতীয় উপকমিশনারবৃন্দ, স্কাউটারবৃন্দ, প্রফেশনাল স্কাউট এক্সিকিউটিভ, ঢাকাস্থ নৌ, রেলওয়ে, এয়ার ও রোভার অঞ্চলের রোভার স্কাউটগণ।

এক্সিকিউটিভ, কাব স্কাউট, স্কাউট এবং ঢাকাস্থ নৌ, রেলওয়ে, এয়ার ও রোভার অঞ্চলের রোভার স্কাউটগণ।

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে ২০ আগষ্ট ২০১৯ তারিখ মঙ্গলবার বাংলাদেশ স্কাউটস দিনব্যাপী বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। এ উপলক্ষে বাংলাদেশ স্কাউটস এর শামস হলে দুপুর ২.৩০ মিনিটে কাব স্কাউটদের চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা, স্কাউটদের রচনা প্রতিযোগিতা এবং রোভার স্কাউটদের উপস্থিত বক্তৃতা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বিকাল ৫.৩০ মিনিটে বাংলাদেশ স্কাউটস এর শামস হলে জাতির জনকের স্মরণে আলোচনা সভা, চিত্রাংকন, রচনা ও উপস্থিত বক্তৃতা প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করা হয় এবং দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এসডিজি বিষয়ক মূখ্য সমন্বয়ক মোঃ আবুল কালাম আজাদ এবং প্রধান স্কাউট ব্যক্তিত ছিলেন ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান, বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রধান জাতীয় কমিশনার ও দুর্নীতি দমন কমিশনের মাননীয় কমিশনার (অনুসন্ধান)। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় কমিশনারবৃন্দ, জাতীয় উপকমিশনারবৃন্দ, স্কাউটারবৃন্দ, প্রফেশনাল স্কাউট এক্সিকিউটিভ, কাব স্কাউট, স্কাউট এবং ঢাকাস্থ নৌ, রেলওয়ে, এয়ার ও রোভার অঞ্চলের রোভার স্কাউটরা।

আমেরিকায় অনুষ্ঠিত ২৪ তম বিশ্ব স্কাউট জাম্বুরীতে বাংলাদেশ স্কাউটস এর অংশগ্রহণ

২ জুলাই থেকে ২ আগষ্ট ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের ওয়েষ্ট ভার্জিনিয়ায় ২৪তম বিশ্ব স্কাউট জাম্বুরী অনুষ্ঠিত হয়। জাম্বুরীতে ১৩৯টি দেশের প্রায় ৪৩,০০০ স্কাউট ও লিডার অংশগ্রহণ করে। বাংলাদেশ থেকে ২১৭ জনের একটি বড় কন্টিনজেন্ট এই বিশ্ব স্কাউট জাম্বুরীতে অংশগ্রহণ করে। বাংলাদেশ কন্টিনজেন্টে ১০ জন কন্টিনজেন্ট ম্যানেজমেন্ট টিম এর সদস্য, ৪৩ জন ইন্টারন্যাশনাল সার্ভিস টিম এর সদস্য,

১৬ জন ইউনিট লিডার, ৭৮ জন স্কাউট এবং ৭০ জন গার্ল ইন স্কাউট রয়েছেন। বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রধান জাতীয় কমিশনার ও কমিশনার (অনুসন্ধান), দুর্নীতি দমন কমিশন ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে জাম্বুরীতে অংশগ্রহণ করেন। এই জাম্বুরীতে হেড অব কন্টিনজেন্ট লিডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন স্কাউটার আফজাল হোসেন, প্রাক্তন জাতীয় কমিশনার, বাংলাদেশ স্কাউটস। অংশগ্রহণকারীবৃন্দ অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করে পরীক্ষার মাধ্যমে জাম্বুরীতে অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছেন। ২৪তম বিশ্ব স্কাউট জাম্বুরীর থিম নির্ধারণ করা হয়েছে আনলক এ নিউ ওয়ার্ল্ড। জাম্বুরীর প্রোগ্রাম অ্যাডভেঞ্চার, ফ্রেন্ডশীপ, লিডারশীপ, সার্ভিসেস এবং সাসটেইনিবিলিটি এই ৫ টি বিষয়ের উপর সাজানো হয়েছে। জাম্বুরীতে গ্লোবাল ডেভলপমেন্ট ভিলেজে বাংলাদেশ কন্টিনজেন্ট এর ১টি স্টল ছিল।

বাংলাদেশ কন্টিনজেন্ট ৬টি ফ্লাইটের মাধ্যমে হযরত শাহ জালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর থেকে ২৪ তম বিশ্ব স্কাউট জাম্বুরীতে অংশগ্রহণের জন্য আমেরিকার উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করে। বাংলাদেশ কন্টিজেন্টের ১ম ফ্লাইট ১৮ জুলাই ২০১৯ তারিখ রাত ২.১০ মিনিটে ছেড়ে যায়। ৭১ জনের সবচেয়ে বড় দলটি ২২ জুলাই ২০১৯ তারিখ রাত ২.১০ মিনিটে ছেড়ে যায়।

বাংলাদেশ স্কাউটস এর সাথে ৮টি সংস্থা/বিভাগসমুহের মধ্যে ডেঙ্গু সচেতনতাসহ দুর্যোগকালীন উত্তম সেবা প্রদানের লক্ষ্যে MOU স্বাক্ষরিত ও ডেঙ্গু অ্যাপ চালু

১৭ আগস্ট, ২০১৯ তারিখ সকাল ১০.৩০ মিনিটে বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় সদর দফতরের শামস হলে দেশের নাগরিকদের ডেঙ্গু বিষয়ক সচেতনতাসহ অন্যান্য দুর্যোগকালীন উত্তম সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ স্কাউটস, ই-কমার্স এ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং এ টু আই এই ৯ টি সংস্থা/বিভাগসমুহের মধ্যে একটি MOU স্বাক্ষরিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী মো: তাজুল ইসলাম, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রলালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ডা: মো: এনামুর রহমান, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র মোহাম্মদ সাঈদ খোকন এবং উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র মো: আতিকুল ইসলাম এবং ই-কমার্স এ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ এর প্রেসিডেন্ট শমী কায়সার। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ স্কাউটসের সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক মো: আবুল কালাম আজাদ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রধান জাতীয় কমিশনার ও দুর্নীতি দমন কমিশনের কমিশনার (অনুসন্ধান) ড. মো: মোজাম্মেল হক খান, স্কাউট নেতৃবৃন্দ এবং উল্লিখিত সংস্থা/বিভাগসমুহের প্রতিনিধিবৃন্দ।

১৭ আগস্ট, ২০১৯ তারিখ বেলা ১১ টায় কাকরাইলে বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় সদর দফতরের শামস হলে দেশের নাগরিকদের ডেঙ্গু বিষয়ক সচেতনতাসহ অন্যান্য দুর্যোগকালীন সময়ে উত্তম সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ স্কাউটস, ই-কমার্স এ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ, ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং এ টু আই এই ৯ টি সংস্থা/বিভাগসমুহের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। "স্টপ ডেঙ্গু" নামে একটি মোবাইল এপ্লিকেশন উন্মুক্ত করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী মো: তাজুল ইসলাম, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র মো: আতিকুল ইসলাম, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রলালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ডা: মো: এনামুর রহমান এবং বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রধান জাতীয় কমিশনার ও দূর্নীতি দমন কমিশনের কমিশনার (অনুসন্ধান) ড. মো: মোজাম্মেল হক খান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ স্কাউটসের সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এসডিজি বিষয়ক মূখ্য সমন্বয়ক মো: আবুল কালাম আজাদ। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ স্কাউট এর নেতৃবৃন্দ এবং উলিখিত সংস্থা/বিভাগসমুহের প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন) ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রলালয়ের সিনিয়র সচিব মো: শাহ্ কামাল ডেঙ্গু প্রতিরোধ বিষয়ে গত ২৭ জুলাই ২০১৯ তারিখ থেকে অদ্যাবধি বাংলাদেশ স্কাউটস এর কার্যক্রম পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে সকলকে অবহিত করেন। বাড়ি বাড়ি গিয়ে ডেঙ্গু নিয়ে কাজ করা একজন রোভার

ও একজন গার্ল ইন রোভার এর অভিজ্ঞতা শোনা হয়। ঢাকা শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডে কাজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় কমিশনার (আন্তর্জাতিক) মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম খান। ই কমার্স এসোসিয়েশন এর প্রেসিডেন্ট শমী কায়সার বলেন Stop Dengue apps টির বিভিন্ন সুবিধার কথা জানান এবং বলেন এর মাধ্যমে ডেঙ্গু সচেতনতা, ডেঙ্গ ব্যাবস্থাপনা এবং চিকিৎসা সেবা বিষয়ে নানা তথ্য জানা যাবে। বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রধান জাতীয় কমিশনার ও দুর্নীতি দমন কমিশনের কমিশনার (অনুসন্ধান) ড. মো: মোজাম্মেল হক খান বলেন এডিস মশার উৎপাদন ক্ষেত্র ধ্বংস করতে হবে। সেবার জন্য স্কাউটরা সদা প্রস্তুত। আমরা সকলে একাত্ম হয়ে কাজ করলে জিতবোই ইনশাআলাহ। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রলালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ডা: মো: এনামুর রহমান এম,পি বলেন National Guidelines for Dengue প্রনয়ন করেছে স্বাস্থ্য মন্ত্রনালয়। ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টে আমরা পিছিয়ে আছি তাই সব জেলাতেই ডেঙ্গ ছড়িয়েছে। পুরো দেশকেই পরিষ্কার করতে হবে। সিটি কর্পোরেশন এর জনবল, মেশিন, ঔষধ বাড়াতে হবে। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র মো: আতিকুল ইসলাম বলেন ডেঙ্গ থেকে মুক্তির জন্য ৩৬৫ দিনই পরিষ্কার, পরিচ্ছন্নতা ও সচেতনতা লাগবে। তিনি ভারতে আমাদের পাশের রাজ্য পশ্চিম বংগের ডেঙ্গু ব্যাবস্থাপনায় সাফল্যের কথা উলেখ করে কোলকাতার মেয়রের সাথে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের কথা বলেন। একজন রোভার স্কাউটটের "তিন দিনে এক দিন, জমা পানি ফেলে দিন" শ্লোগানটির কার্যকারিতার কথা উল্লেখ করে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন বাড়ি বাড়ি গিয়ে ডেঙ্গর উৎস ধংস করে স্টিকার লাগানো হবে। পরবর্তীতে বাসায় এডিশ মশার উৎস পেলে প্রয়োজনে জরিমানা করা হবে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী মো: তাজুল ইসলাম এম, পি বলেন স্কাউটরা বাংলাদেশের তৃনমুল পর্যন্ত বিস্তৃত। ডেঙ্গু প্রতিরোধে স্কাউটরা গ্ররুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করছে। প্রতিকূলতা সামনে আসবে। সবাইকে নিয়ে কাজ করলে ৯০% সফলতা আসবে। ডেংগু প্রতিরোধের জন্য বর্জ্য ব্যাবস্থাপনা করতে হবে। বাতাস বিশুদ্ধ করতে হবে। দালান নির্মান সকল নিয়ম মেনে করতে হবে। নদী দূষণ রোধ করতে হবে। তিনি বলেন ডেঙ্গসহ অন্যান্য বিপর্যয়ের বিষয় স্কুল কলেজের পাঠ্য পুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। বাংলাদেশ স্কাউটসের সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এসডিজি বিষয়ক মূখ্য সমন্বয়ক মো: আবুল কালাম আজাদ বলেন স্কাউটরা ডেঙ্গু নিয়ে জনসাধারনের মধ্যে সচেতনতা তৈরীর লক্ষে কাজ করে যাচ্ছে। সকলে তার সাথে সাথে বলেন, "তিন দিনে একদিন জমা পানি ফেলে দিন"। অনুষ্টানের শেষে স্টপ ডেঙ্গু এপ উদ্বোধন করা হয় এবং নয়টি প্রতিষ্ঠান সমঝোতা স্মারকে সাক্ষর করে তা হস্তান্তর করেন। এন্ড্রয়েড ফোন ব্যাবহারকারীরা গুগল প্লে স্টোর থেকে "স্টপ ডেঙ্গু অ্যাপসটি এপসটি নামাতে পারবেন।

রোভার স্কাউটদের এর মাধ্যমে বিডা নিবন্ধিত শিল্প প্রকল্পের মনিটরিং কর্মসূচীর ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাংলাদেশ স্কাউটস এর রোভার স্কাউটদের মাধ্যমে ঢাকা জেলার নিবন্ধিত ৯৮৫ টি শিল্প প্রকল্পের মনিটরিং কার্যক্রম সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত গ্রহীত হয়। এলক্ষে ২২ আগস্ট ২০১৯ তারিখ বৃহস্পতিবার সকাল ১০ টায় বাংলাদেশ স্কাউটস এর শামস হলে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ও বাংলাদেশ স্কাউটস এর আয়োজনে মনিটরিং এর জন্য তথ্য সংগ্রহকারী রোভার, টিম লিডার ও কম্পিউটারে তথ্য অন্তর্ভুক্তিকারীদের অংশগ্রহণে একটি ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কাজী মোঃ আমিনুল ইসলাম, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা)। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন মইনুল ইসলাম, নির্বাহী সদস্য-১ (অতিরিক্ত সচিব), বিডা, শ্যামল চন্দ্র সিংহ (মহাপরিচালক -১), বিডা, মোঃ মেসবাহ উদ্দিন ভূঁইয়া, জাতীয় কমিশনার (উন্নয়ন), বাংলাদেশ স্কাউটস, আরশাদুল মুকাদ্দিস, নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ স্কাউটস, বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় কমিশনারবৃন্দ, জাতীয় উপকমিশনারবৃন্দ, স্কাউটারবৃন্দ, প্রফেশনাল স্কাউট এক্সিকিউটিভবৃন্দ এবং ঢাকাস্থ নৌ, রেলওয়ে, এয়ার ও রোভার অঞ্চলের রোভার স্কাউটরা।

বিশ্ব স্কার্ফ দিবস উদযাপন

১লা আগষ্ট, বিশ্ব স্কার্ফ দিবসে, স্কাউটার রফিকুল ইসলাম ওপেন স্কাউট গ্রুপের পক্ষ থেকে সর্বসাধারণ এর স্কাউটিং এর প্রতি আগ্রহ তৈরি করতে, ময়মনসিংহ জয়নুল আবেদীন উদ্যানে স্কাউট স্কার্ফ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

দিবসের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে এই দিনে সকল সক্রিয় এবং প্রাক্তন স্কাউটরা প্রকাশ্যে এবং জনসাধারণ্যে তাদের নিজ নিজ স্কাউট স্কার্ফ পরিধান করবে, যেন জনসাধারণ স্কাউট আদর্শ এবং মূলমন্ত্র সম্পর্কে অবগত হতে পারেন এবং সকলের মাঝে এই স্পৃহা জেগে ওঠে যে "একবার যে স্কাউট, সর্বদা সে স্কাউট"

যদিও স্কার্ফটি একটি প্রতীক মাত্র, তারপরও পৃথিবীকে আমরা যেমন পেয়েছি তার থেকে অল্প একটু ভাল করে রেখে যাবার যে স্কাউট আদর্শ এবং উদ্দেশ্য আমরা অনুসরণ করি সেটা প্রকাশের জন্য অনেক শক্তিশালী প্রতীক হচ্ছে এই স্কার্ফ।

স্কাউটার রফিকুল ইসলাম ওপেন স্কাউট গ্রুপ এর সিনিয়র উপদল নেতা ফাইরুজ আরিয়ান তুর্য বলেন- স্কার্ফ স্কাউটদের ভালোবাসার প্রতীক। আমি মনে করি প্রকাশ্যে স্কার্ফ পরিধান করা দেখে জনসাধারণ স্কাউট আদর্শ সম্পর্কে অবগত হবেন এবং স্কাউটিংয়ের প্রতি স্পৃহা জেগে উঠবে।

বন্যাকবলিতদের সেবাদান

প্রতিবছর বন্যায় হাজারো মানুষের জনজীবন বিপন্ন হচ্ছে। ঘরবাড়ি পানিতে তলিয়ে যায়। মানুষ বাধ্য হয়ে আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নেয়। পানিবাহিত রোগ সহ বিভিন্ন কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে অনেকে মৃত্যুবরণ করে।

ময়মনসিংহের বন্যা কবলিত ধোবাউড়া উপজেলার পুড়াকান্দুলিয়া ইউনিয়নে বন্যার্তদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করে স্কাউটার রফিকুল ইসলাম ওপেন স্কাউট গ্রুপ। ০৩ আগষ্ট ২০১৯ তারিখ রোজ শনিবার কয়েকশ ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের হাতে খাবার সামগ্রী ও নগত অর্থ সহায়তা প্রদান করা হয়।

এ কাজে সহযোগিতা করেন খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন সাবেক ও বর্তমান শিক্ষার্থী এবং প্যারাডাইস ওপেন স্কাউট গ্রুপের সম্পাদক খাইরুল ইসলাম রতন (উডব্যাজার)।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে সচেতনতামূলক কর্মসূচী

ময়মনসিংহ জেলার স্কাউটার রফিকুল ইসলাম ওপেন স্কাউট গ্রুপ এর উদ্যোগে ডেঙ্গু প্রতিরোধে সচেতনতার লক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন হয়।

০৪ আগষ্ট ২০১৯ তারিখ রোজ রবিবার, লেতু মন্ডল উচ্চ বিদ্যালয়, সদর, ময়মনসিংহে ডেঙ্গু প্রতিরোধে সচেতনতামূলক আলোচনা করা হয় ও লিফলেট বিতরণ করা হয় এবং সাহেব কাচারী, শম্ভুগঞ্জ, সদর, ময়মনসিংহে এলাকার জনসাধারণকে ডেঙ্গু প্রতিরোধে সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ করেন স্কাউট এবং রোভার সদস্যরা।

স্কাউটার রফিকুল ইসলাম ওপেন স্কাউট গ্রুপ এর স্কাউট ইউনিট লিডার এডভোকেট মতিউর রহমান ফয়সাল (পিএস ও উডব্যাজার) জানান, সারাদেশে ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, সকলের মাঝে ডেঙ্গু বিষয়ে সচেতনতার জন্য আমাদের এই কর্মসূচী। ভবিষ্যতেও এ ধরনের কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে সকলের সহযোগিতা কামনা করি।

স্কাউট এবং রোভারদের এ ধরনের কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য ময়মনসিংহ জেলা রোভারের সম্পাদক ড. মোঃ জহিরুল আলম (এ.এল.টি) ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং ভবিষ্যতে আরও এ ধরনের কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

■ খবর প্রেরকঃ মোঃ সাকিব, পিএস
অগ্রদূত সংবাদদাতা, ময়মনসিংহ।

রংপুর জেলা স্কাউটের আঞ্চলিক পর্যায়ে শাপলা কাব ও পিএস অ্যাওয়ার্ড মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত।

বাংলাদেশ স্কাউটসের কাব স্কাউট শাখার কাব স্কাউটদের সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড শাপলা কাব এবং স্কাউট শাখার স্কাউটদের সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড প্রেসিডেন্ট স্কাউট (পিএস) অ্যাওয়ার্ড অর্জনের লক্ষে, বাংলাদেশ স্কাউটস দিনাজপুর অঞ্চলের আঞ্চলিক পর্যায়ে রংপুর জেলা স্কাউটের শাপলা কাব ও প্রেসিডেন্ট স্কাউট অ্যাওয়ার্ড প্রত্যাশী কাব ও স্কাউট সদস্যদের অ্যাওয়ার্ড মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত।

২৩ আগস্ট শুক্রবার রংপুর জেলা স্কাউটের আঞ্চলিক পর্যায়ে রংপুর জেলার শাপলা কাব ও প্রেসিডেন্ট স্কাউট অ্যাওয়ার্ড প্রত্যাশী কাব ও স্কাউট সদস্যদের রংপুর জিলা স্কুলে লিখিত, রংপুর ক্রিকেট গার্ডেন পুকুরে সাঁতার ও জেলা স্কাউট ভবনে মৌখিক মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত হয়।

এবারে আঞ্চলিক পর্যায়ে রংপুর জেলা স্কাউট থেকে উত্তীর্ণ হয়ে শাপলা কাব ও প্রেসিডেন্ট স্কাউট (পিএস) অ্যাওয়ার্ড প্রত্যাশী রংপুর জেলার বিভিন্ন স্কাউট গ্রুপের ৮৬ জন কাব স্কাউট এবং ২৩ জনের মধ্যে ১৯ জন গার্লইন স্কাউট ও স্কাউট সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করে।

শাপলা কাব ও প্রেসিডেন্ট স্কাউট অ্যাওয়ার্ড প্রত্যাশী কাব এবং গার্লইন স্কাউট ও স্কাউট সদস্যদের লিখিত, মৌখিক ও সাঁতার মূল্যায়নে পরিক্ষক হিসেবে বাংলাদেশ স্কাউটস রংপুর জোনের সহকারী পরিচালক সুধীর চন্দ্র বর্মন, মোঃ আরিফ হোসেন চৌধুরী- এলটি, মোঃ রফিকুল হক বাবু- উডব্যাজার, মোঃ ওয়াহেদুজ্জামান- উডব্যবাজার, রংপুর জেলা স্কাউট সম্পাদক জাকিউল ইসলাম সহ জেলা স্কাউটের সংশিষ্ট কর্মকর্তাগণ দ্বায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাব ও স্কাউট ইউনিট লিডারবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

অঞ্চলিক পর্যায় থেকে উত্তীর্ণ শাপলা কাব ও পিএস অ্যাওয়ার্ড প্রত্যাশী কাব এবং গার্ল-ইন স্কাউট ও স্কাউট সদস্যবৃন্দ জাতীয় পর্যায়ের শাপলা কাব ও প্রেসিডেন্ট স্কাউট অ্যাওয়ার্ড মূল্যায়নে অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে।

মশা নিধন ও পরিছন্নতা অভিযানে কারমাইকেল কলেজ রোভার গ্রুপ

সাম্প্রতীক সময়ের ডেঙ্গু ভয়াবহতে কেন্দ্র করে শিক্ষা মন্ত্রনালয়ের নির্দেশে ৫ আগস্ট রবিবার কারমাইকেল কলেজ রোভার স্কাউট গ্রুপের আয়োজনে ডেঙ্গু প্রতিরোধে এডিস মশা নিধন ও ক্যাম্পাস পরিষ্কার পরিছন্নতা অভিযান হয়।

সকাল ৯ টায় উক্ত কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন কারমাইকেল কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. শেখ আনোয়ার হোসেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ আমজাদ হোসেন, অর্থনীতি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ও কারমাইকেল কলেজ রোভার স্কাউট গ্রুপের সম্পাদক তহিদুল ইসলাম, রোভার স্কাউট লিডার মোঃ ফিরোজুল ইসলাম, মোঃ সাদাকাত হোসেন, মোছাঃ ইয়াসমিন রহমান সহ ৫০ জন রোভার ও গার্ল ইন রোভারবৃন্দ।

এসময় রোভাররা ক্যাম্পাসের বিভিন্ন স্থানের ময়লা আবর্জনা ও ঝোপ ঝাড় কেটে ডাস্টবিনে রাখে এবং আগুন জ্বালিয়ে নিশ্চিহ্ন করে দেন। পরবর্তীতে স্প্রে করে হয় প্রশাসনিক ভবন, মসজিদ, শহীদ মিনার, ছাত্রাবাস, ছাত্রীনিবাস সহ পুরো ক্যাম্পাসে। বিকাল ৪ টায় তারা এই কাজের সমাপ্তি করেন।

কারমাইকেল কলেজের সিনিয়র রোভার মেট মোঃ মামুন মন্ডল জানান,"এই পরিষ্কার পরিছন্নতা অভিযান তারা অব্যাহত রাখবেন"।

■ খবর প্রেরকঃ **মোঃ আবু হাসনাত**
অগ্রদূত প্রতিনিধি

বাংলাদেশ স্কাউটস, রাজশাহী অঞ্চলের পুকুরে মাছের পোনা অবমুক্ত করণ

বাংলাদেশ স্কাউটস, রাজশাহী অঞ্চলে পুকুরে ৫০০ মাছের পোনা অবমুক্ত করা হয় বাংলাদেশ স্কাউটস এর সমাজ উন্নয়ন বিভাগের অর্থায়নে বাংলাদেশ স্কাউটস, রাজশাহী অঞ্চলের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনায় পুকুরে ৫০০ মাছের পোনা ২৪ আগস্ট ২০১৯ তারিখে অবমুক্ত করা হয়। মাছ অবমুক্ত করার সময় আঞ্চলিক সম্পাদক স্কাউটার মো: আমিনুল ইসলাম, এএলটি,সহ সভাপতি মো: ফরহাদ আলী, কোষাধ্যক্ষ মো: লুৎফর রহমান, আঞ্চলিক উপ কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন) মো: সাইফুল হক, আঞ্চলিক উপ কমিশনার (জনসংযোগ, প্রকাশনা ও মার্কেটিং) সালেহ্ আহম্মদ, যুগ্ম সম্পাদক খন্দকার শামশুদ্দিন আহমেদ, বাংলাদেশ স্কাউটস, রাজশাহী অঞ্চলের উপ পরিচালক মো: হামজার রহমান শামীম, মেট্রো জেলা স্কাউটস সম্পাদক জনাব মো: তারিকুল ইসলাম, সাবেক কোষাধ্যক্ষ অ্যাডভোকেট মো: মোজাম্মেলহক, সাবেক যুগ্ম সম্পাদক মো: সাইফুল ইসলাম, স্কাউটার মো: দেলোয়ার হোসেনসহ অফিসের সকল কর্মচারীগণণ উপস্থিত ছিলেন।

চাপাইনবাবগঞ্জে ৩৮৮তম স্কাউটিং বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন কোর্স অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ স্কাউটস, রাজশাহী অঞ্চল এর পরিচালনায় ও বাংলাদেশ স্কাউটস, চাপাইনবাবগঞ্জ জেলার ব্যবস্থাপনায় ৩৮৮তম স্কাউটিং বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন কোর্স ২৫ আগস্ট ২০১৯ তারিখে উপজেলা সম্মেলন কক্ষ, চাপাইনবাবগঞ্জে অনুষ্ঠিত হয়। কোর্সে ৪৮ জন প্রশিক্ষণার্থী ৫টি উপদলে ভাগ হয়ে অংশগ্রহন করে। ফজলী, কালায়ের রুটি, মহানন্দা, গোপালভোগ এবং রেশম নামে উপদলের নামকরণ করা হয়। উদ্বোধণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চাপাইনবাবগঞ্জ উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব মো: আলমগীর হোসেন।

প্রথমে ওরিয়েন্টেশন কোর্সের উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা করেন কোর্স লিডার জনাব মো: মোসফিকুর রহমান, এএলটি। স্কাউট আন্দোলনের ইতিহাস ও পটভুমি নিয়ে স্কাউটার খন্দকার মো: শামশুদ্দিন আহমেদ, স্কাউটের মৌলিক বিষয় এবং আন্দোলনের সাংগঠনিক কাঠামো নিয়ে স্কাউটার মো: হামজার রহমান শামীম, এএলটি, বিভিন্ন শাখার প্রোগ্রাম নিয়ে স্কাউটার স্কাউটার মো: আমিনুল ইসলাম এবং প্যাক, ট্রুপ, ক্রু মিটিং নিয়ে কোর্স লিডার স্কাউটার মো: গোলাম রশিদ এবং লতিফা হক আলোচনা করেন। সর্বশেষে সমাপনী ও সনদপত্র বিতরণ অনুষ্টানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) জনাব মো: তাজকিউজ্জামান। ১ মাস পরে বেসিক কোর্সে অংশগ্রহনের আহবান জানিয়ে কোর্স লিডার কোসের্র সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

■ সংবাদ প্রেরক: মো: হামজার রহমান শামীম
উপ পরিচালক, বাংলাদেশ স্কাউটস, রাজশাহী অঞ্চল।

যানজট নিরসনে রোভারদের সেবাদান

ঈদ মৌসুমে সারা দেশে যানজট এর মাত্রা বৃদ্ধি পায়। বাংলাদেশের অন্যতম ব্যস্ত নগরী ময়মনসিংহ। ঈদে ময়মনসিংহের বিভিন্ন স্হানে যানজট লক্ষ্য করা যায়। যানজট নিরসনে পুলিশ এবং

ট্রাফিক পুলিশের সাথে স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে সেবাদান করেন রোভার সদস্যরা।

৬-৯ আগষ্ট ২০১৯ এবং ১১ আগষ্ট ২০১৯ তারিখ অনুষ্ঠিত, যানজট নিরসন কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করেন, ময়মনসিংহ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট রোভার স্কাউট গ্রুপ, স্কাউটার রফিকুল ইসলাম ওপেন স্কাউট গ্রুপ, ময়মনসিংহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ রোভার স্কাউট গ্রুপ এবং কিশোরগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট রোভার স্কাউট গ্রুপ এর সদস্যরা।

রোভার সদস্যরা ময়মনসিংহ নগরীর গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট গাঙ্গিনারপাড় মোড়, চরপাড়া মোড়,তাজমহল মোড়, ব্রিজ মোড়ে পুলিশ এবং ট্রাফিক পুলিশের সহায়তায় যানজট মুক্ত করতে চেষ্টা করেন। পাশাপাশি সাধারণ মানুষকে রাস্তা পারাপারে সহায়তা, ভারি বোঝা বহন এবং গাড়িতে উঠিয়ে দিতেও সহায়তা করেন রোভার সদস্যরা।

রোভার সদস্যদের কাজে মুগ্ধ হয়ে সাধারণ মানুষ প্রশংসা করেন এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

■ খবর প্রেরক: মোঃ সাকিব, পিএস
অগ্রদূত সংবাদদাতা, ময়মনসিংহ

গাইবান্ধায় বন্যা দূর্গতদের মাঝে রোভারদের ত্রাণ বিতরণ

বন্যা কমছে বাড়ছে দুর্ভোগ।বন্যা পরবর্তী কালীন এই সময়ে প্রয়োজন শুকনা আর ভারী খাবারের। গত ১ আগস্ট গাইবান্ধার ফুলছড়ি উপজেলার ৩নং উদাখালী ইউনিয়নের আল নাদের হোসেন শিশু একাডেমিতে ৩০০ পরিবারের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করা হয়।

ঢাকাস্থ মোহাম্মদপুরের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন আন-নাদিল ইমদাদী আল-ইসলামি এর ব্যবস্থাপনায় এই আয়োজন করা হয়। এতে সার্বিক সহযোগিতা করেন সমুট ওপেন স্কাউট ঢাকার ৩জন,রংপুর আইডিয়াল ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি রোভার স্কাউট গ্রুপের ৭জন, রংপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এর ২ জন সহ গাইবান্ধা জেলা রোভারের ১০ জন রোভার সদস্য।

ঐ দিন বেলা তিনটায় রোভার সদস্যদের জরিপকৃত মানুষরা স্লিপ হাতে এসে ত্রাণ সংগ্রহ করেন। ত্রাণ সামগ্রী হিসেবে ছিল চাল, গুড়, চিড়া, মশুর ডাল, আলু, মরিচ, পেয়াজ, স্যালাইন এবং দিয়াশলাই।

এসময় উপস্থিত ছিলেন আন নাদিল এর উপদেষ্টা মোঃ মতিউর রহমান, দপ্তর সম্পাদক মোঃ কাওছার হোসেন,টিম লিডার মাসুদ হাসান, গাইবান্ধা জেলা রোভারের সম্পাদক ধীরেশ চক্রবর্তী, জেলা রোভার লিডার মোঃ তামজিদুর রহমান তুহিন, সাবেক রংপুর বিভাগীয় সিনিয়র রোভার মেট প্রতিনিধি মোঃ আশিকুর রহমান, সমুট ওপেন স্কাউটস এর আহসান হাবীব, রংপুর আইডিয়াল ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি রোভার স্কাউট গ্রুপের সিনিয়র রোভার মেট মোঃ আবু হাসনাত, গাইবান্ধা জেলা সিনিয়র রোভার মেট প্রতিনিধি মোঃ দিদারুল ইসলাম নিশাদ প্রমূখ।

এসময় আন নাদিল ইমদাদী আল ইসলামি এর উপদেষ্টা মোঃ মতিউর রহমান বলেন, "আমাদের সংগঠন আপদকালীন সময়ে মানুষের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী, মেডিকেল সাপোর্ট, বাড গ্রুপিং করে থাকি। আপনাদের গাইবান্ধা আসতে পেরে আমরা আনন্দিত। তিনি রোভারদের কথা উলেখ করে আরো বলেন, রোভার স্কাউটরা আমাদেরকে ত্রান কার্যক্রমে সার্বিক সহায়তা করেছে।তাদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। তাদের এই সেবার ধারা চলমান থাকুক"।

কোনো প্রকার বিশৃঙ্খলা ছাড়াই সুষ্ঠ ও সুন্দরভাবে উদাখালী ইউনিয়নের বন্যায় দূর্গতের মাঝে ত্রান বিতরন করে যেমনটি সার্থক আন নাদিল ও রোভার স্কাউটরা। ত্রান পেয়ে তেমনটি সন্তুষ্ট উদাখালী ইউনিয়নের ত্রানভোগী মানুষেরা।

রংপুর জেলা রোভারের নির্বাহী কমিটির বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ স্কাউটস রংপুর জেলা রোভারের নির্বাহী কমিটির বার্ষিক সভা আজ ৪ আগস্ট ২০১৯ রবিবার রংপুর জেলা প্রশাসনের সভা কক্ষে বেলা ৪ ঘটিকায় অনুষ্ঠিত হয়।

রংপুর জেলা প্রশাসক ও জেলা রোভারের নির্বাহী কমিটির সভাপতি জনাব আসিফ আহসান এর সভাপতিত্বে উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), রংপুর জেলা রোভারের কমিশনার প্রফেসর মোঃ মোফাখখেরুল ইসলাম, জেলা সম্পাদক তহিদুল ইসলাম, যুগ্ম সম্পাদক

মহাদেব কুমার গুণ, কোষাধ্যক্ষ সৈয়দ আনোয়ারুল আজিম, জেলা রোভার লিডার মোঃ হাবিবুর রহমান, জেলা রোভার লিডার প্রতিনিধি মোঃ খালেদুল ইসলাম, বাংলাদেশ স্কাউটস রংপুর জেলার এর সহকারী পরিচালক সুধীর চন্দ্র, অডিট কমিটির সদস্য আব্দুর রহমান সহ নির্বাহী কমিটির সকল সদস্যবৃন্দ।

সভার শুরুতে জেলা রোভারের পক্ষ থেকে নবাগত জেলা প্রশাসক মহোদয়কে ফুল দিয়ে বরণ ও ক্রেস্ট প্রদান করেন জেলা রোভারের কমিশনার মহোদয়। জেলা সম্পাদক বাংলাদেশ স্কাউটস রোভার অঞ্চলের সহকারী লিডার ট্রেনার হওয়ায় জেলা রোভার লিডার মোঃ হাবিবুর রহমান কে এবং মেডেল অব মেরিট অর্জন করায় যুগ্ম সম্পাদক মহাদেব কুমার গুণকে ক্রেস্ট প্রদান করেন।

সভার আলোচ্য বিষয় ছিল স্কাউটস ফি আদায় অগ্রগতি, প্রতিটি কলেজে স্কাউটস ইউনিট খোলা, ৩য় রংপুর জেলা রোভার মুট আয়োজনের সম্ভাব্য তারিখ নির্ধারণ, গ্রুপ সভাপতি ওরিয়েন্টাল কোর্স, ওরিয়েন্টেশন কোর্স (আর.এস.এল), বেসিক কোর্স (রোভার স্কাউট লিডার), ব্যাজ কোর্স, জেলা রোভারের অফিস কক্ষ নির্ধারণ, স্কাউট ইউনিট লিডার বেসিক কোর্স, টি.এ/ডি.এ প্রদান সংক্রান্ত, বিবিধ।

সকলের সম্মতিক্রমে গ্রুপ সভাপতি ওরিয়েন্টেশন কোর্সের তারিখ নির্ধারণ হয় ২সেপ্টেম্বর, আর.এস.এল ওরিয়েন্টেশন কোর্স ৪ সেপ্টেম্বর, ৩য় জেলা মুট ২০-৩০ সেপ্টেম্বর, রোভার লিডার বেসিক কোর্স ১৩-১৭ নভেম্বর এবং ব্যাজ কোর্স ১৮-২০ নভেম্বর।

এছাড়াও জেলা প্রশাসক মহোদয় সাম্প্রতিক সময়ের ভয়াবহতা ডেঙ্গু সম্পর্কে আলোকপাত করেন এবং রোভারদের উক্ত বিষয়ে সচেতনতা মূলক কার্যক্রমে স্বতস্ফুর্ত ভাবে অংশগ্রহণের আহবান জানান।

■ খবর প্রেরকঃ **মোঃ আবু হাসনাত**
অগ্রদূত প্রতিনিধি
রংপুর জেলা রোভার

রংপুর পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট রোভার স্কাউটস গ্রুপের আয়োজনে এডিস মশা নিধন অভিযান

সম্প্রতি এডিস মশার ভয়াভহতায় এবং ডেঙ্গুর ছোবলে ছেয়ে গেছে সারাদেশ।

ডেঙ্গু আক্রান্তে মৃত্যুও হচ্ছে অনেকের। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশে একযোগে সারাদেশে চলছে মশক নিধন কর্মসূচি ও পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান। মাঠ পর্যায়ে কাজ করছে বাংলাদেশ স্কাউটসের সদস্যরা।

বাংলাদেশ স্কাউটস ও রংপুর জেলা প্রসাশনের নির্দেশক্রমে রংপুর পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট রোভার স্কাউট গ্রুপের আয়োজনে রংপুর জেলা রোভারের যুগ্ম সম্পাদক ও রোভার স্কাউট লিডার মহাদেব কুমার গুন এর সার্বিক তত্ত্বাবধায়নে রপই রোভার গ্রুপের ১১ সদস্যের একটি দল ০৭ ও০৮ আগস্ট দুদিন ব্যাপি ইন্সটিটিউট ক্যাম্পাসে ও আবাসিক এলাকায় এডিস মশার প্রকোপ অভিযান, ডেঙ্গু প্রতিরোধ সচেতনতা, পরিস্কারপরিছিন্নতা কর্মসূচি ও নিজেস্ব অর্থায়নে প্রায় শতাধিক অসহায়-দুস্থ পরিবার সমূহের মাঝে মশারি ও কয়েল বিতরন ক্যাম্পেইন করে।

০৭ আগস্ট বুধবার রংপুর পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট ক্যাম্পাস প্রাঙ্গনে রোভার স্কাউট সদস্যরা নগরীর স্থানীয় প্রায় শতাধিক পরিবারের মাঝেরোভার স্কাউটদের নিজেস্ব অর্থায়নে মশারি ও কয়েল বিতরন করে।

০৮ আগস্ট সকাল ১০টায় দিনব্যাপি ইন্সটিটিউটের আবাসিক এলাকায় ডেঙ্গু সচেতনতা ও পরিস্কার পরিছিন্নতা এবং এডিস মশা প্রকোপে অভিযানচালায় রোভার স্কাউটি লিডার মহাদেব কুমার গুন এর নেতৃত্বে ১১ সদস্য বিশিষ্ট দলের রোভার হরিশংকর রায়, রোভার নূরনবী ইসলাম, গার্লইনরোভার কানিজ ফাতেমা, রোভার রেজওয়ান হোসেন, রোভার কমলেশ রায়, রোভার সুরঞ্জন দাস, রোভার রাব্বী হোসেন, রোভার ফরহাদ হোসেন, রোভার সোহেল প্রমুখ।

এসময় রোভার স্কাউট সদস্যরা আবাসিক এলাকার প্রতিটি ঘরে গিয়ে ডেঙ্গু সচেতনতায় তথ্য প্রদান, ঈদ উল আযহার ছুটি শুরু হওয়ায় শাহজাহান কবির ছাত্রাবাস, তাপসী রাবেয়া ছাত্রীনিবাস ও তিস্তা ছাত্রাবাসে গিয়ে ওয়াশরুমসমূহে পানি অপসারন বিচিং ও ফ্যানেল স্প্রে করে এডিস মশার প্রকোপে অভিযান চালায়। পরে ইন্সটিউট ক্যাম্পাস ও আবাসিক এলসকার চারপাশে জমে থাকা বিভিন্ন বস্তুতে জমে থাকা পানি অপসারন ও ধ্বংসকর্যক্রম এবং পরিস্কার পরিছিন্নতা অভিযান চালায়।

■ খবর প্রেরক: **রেজওয়ান হোসেন সুমন**

পেশাদার ফটোগ্রাফার হওয়ার আকর্ষণীয় ৬টি পদক্ষেপ

বেশিরভাগ মানুষের ধারণা একটি ভাল ক্যামেরা থাকলেই সাফল্যের সাথে ফটোগ্রাফি শুরু করা যায়। আসলে ফটোগ্রাফি এটা সহজ নয়। চিত্রকলা বা সঙ্গীতের মু ফটোগ্রাফিও এক ধরণের সৃজনশীল শিল্প। শুধু ক্যামেরা সম্পর্কিত জ্ঞান তথা লাইট পর্যবেক্ষণ, ক্যামেরা কম্পোজিশন, রঙ তত্ত্ব, ছন্দ, নন্দনতত্ব এবং ছবির ফর্ম ঠিক করার কৌশল ভালভাবে জানলেও ফটোগ্রাফিতে সফল হওয়া যায় না। সাফল্যের জন্য প্রয়োজন আরও বিশেষ কিছু দক্ষতা। এই নিবন্ধে এমন ৬টি পরামর্শ আলোচনা করা হল, যা সাফল্যের সাথে আপনার ফটোগ্রাফি ব্যবসা শুরু করতে সহায়ক হবে।

১. ম্যানুয়্যাল মোডে ছবি তুলতে শিখুন

ম্যানুয়্যাল মোডে ছবি তুলতে জানা সব পেশাদার আলোকচিত্রীর প্রথম এবং প্রধান কাজ। আপনি নিজের মতো করে ক্যামেরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন এটা নিশ্চিত করা খুব জরুরী। ম্যানুয়্যাল মোডে ক্যামেরা চালাতে গেলে প্রথম প্রথম খুব কঠিন মনে হতে পারে, কিন্তু আপনি যখন সত্যিই ক্যামেরায় যথার্থ আলো নিয়ন্ত্রণ করে ছবি ক্যাপচার করার সঠিক উপায় বুঝে যাবেন তখন প্রতিটি ফ্রেমের উপর সম্পূর্ণ সৃজনশীল নিয়ন্ত্রণ নিতে পারবেন।

ভালো লাইটিং এবং ফোকাসিং শিখে গেলে অত্যন্ত জটিল আলোক পরিস্থিতিও ছবি তোলার উপযুক্ত করে নিতে পারবেন, যা ক্যামেরার অটো মোড করতে পারে না। ম্যানুয়্যাল মোড আলোকচিত্রীকে বাধ্য করে জানতে যে, তার লেন্সে ঠিক কী ঘটছে, যা একজন আলোকচিত্রীকে পরিপূর্ণ করে তোলে।

২. নিজের এবং নিজের কাজ সম্বন্ধে জানুন

পরবর্তী পদক্ষেপ হলো আপনার নিজস্ব স্টাইল ও কাজের ক্ষেত্র নির্ধারণ করা যা নান্দনিকভাবে আপনার ধ্যান ধারণার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এমন ভাবে নিজের ফটোগ্রাফি ক্ষেত্র খুঁজে বের করুন যা হবে আপনার প্রথম ও কাজ সূচনাকালীন পোর্টফোলিও। তবে মনে রাখতে হবে সময় পার হওয়ার সাথে সাথে আপনার কাজের ব্যপ্তি ও পরিপক্কতার উপর ভিত্তি করে পোর্টফোলিও প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হবে। তাই কি ধরণের ফটোগ্রাফি আপনার সবচেয়ে বেশি ভাল লাগে, সাথে সাথে তা আপনার ব্যক্তিত্বের সাথে কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং কাজের তৃপ্তির জন্য আপনি ফটোগ্রাফিতে ঠিক কী তুলে ধরতে চান তা খুঁজে বের করুন।

এই কাজটি সবার আগে করতে হবে। নিজের ক্ষেত্র নির্ধারণ না করলে আপনি কোনো কাজেই তৃপ্তি খুঁজে পাবেন না। তবে ক্ষেত্র নির্ধারণ করার পর নিশ্চিত করতে হবে আপনি সম্পূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথে এবং জেনে বুঝে কাজ করছেন। তবে সবচেয়ে ভালো হয় আপনি আজই ক্যামেরা নিয়ে বেরিয়ে পড়ুন আর কিছু বাস্তব ক্যামেরা অভিজ্ঞতা অর্জন করুন এবং নিজের কাজ নিয়ে প্রচুর গবেষণা করুন, যা আপনার আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করতে সাহায্য করবে।

৩. ব্যবসা পরিকল্পনা তৈরি করুন

ফটোগ্রাফির জন্য ব্যবসার পরিকল্পনা তৈরি করা খুব সহজ। গুগল করে সহজ কোনো টেমপেট নির্বাচন করুন, তারপর তা ডাউনলোড করুন আর নিজের তথ্য দিয়ে সাজিয়ে ফেলুন। আপনি চাইলে প্রাথমিকভাবে কাগজেও লিখে ফেলতে পারেন আপনার পরিকল্পনা। তবে যেভাবেই করুন না কেন নিশ্চিত করতে হবে যে, আপনি একটি ব্যবসা পরিকল্পনা করেছেন। কেননা যেকোনো ব্যবসায় পরিকল্পনার কোনো বিকল্প নেই, আর ফটোগ্রাফির মু জটিল পেশায় তো সবার আগে এটি বিবেচ্য। আপনার কাজের মানের ভিত্তিতে মূল্যনির্ধারণ আপনা থেকেই আপনার মুনাফা নির্ধারণ করবে।

প্রথম দিকে আপনি টিকে থাকার জন্য ন্যূনতম আয় নিশ্চিত করুন এবং সারা বছরের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন করুন। এভাবে কাজ করলে নির্দিষ্ট সময়ে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সহজ হবে।

প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের আর্থিক অবস্থার উপর ভিত্তি করে ব্যবসার প্রাথমিক তহবিল নিশ্চিত করে থাকে। তবে আর্থিক অবস্থার দোহায় দিয়ে বিক্ষিপ্তভাবে কাজ শুরু করা যাবে না। সফলভাবে ফটোগ্রাফি ব্যবসা শুরু করার জন্য একটি ন্যূনতম মূলধন নিশ্চিত করতে হবে, যা যাবতীয় সরঞ্জাম কেনার কাজে ও ব্যবসা পরিচালনার কাজে প্রয়োজন হবে। কখনও কখনও ক্লায়েন্টরা বুঝতে পারে না একটি ভাল ছবির কাজ সম্পূর্ণ করতে কী পরিমাণ শ্রম যায়। কিন্তু তাই বলে তাদের উপর ক্ষেপে গেলে চলবে না। মনে রাখতে হবে আপনার কাজের মধ্য দিয়ে আপনি সম্পূর্ণ ফটোগ্রাফিক সম্প্রদায়কে উপস্থাপন করছেন।

৪. সরঞ্জাম ক্রয় করুন

সরঞ্জাম কেনার ব্যাপারে সবসময় সুবিবেচক হতে হবে। স্টার্টআপ অবস্থায় অনেক বেশি সরঞ্জাম কিনে অর্থ নষ্ট করার কোন প্রয়োজন নেই। যদিও একটি ভালো ক্যামেরা বডি ও কয়েকটি লেন্স কিনতে কিছু টাকা খরচ করতেই হবে। পেশাদার ফটোগ্রাফাররা সবসময় ন্যূনতম একটি ক্যামেরা বডি সাথে রাখেন যা দিয়ে উচ্চ-রেজুলেশনের ছবি তোলা সম্ভব এবং সাথে দুই তিনটি বিভিন্ন ফোকাল লেন্সের লেন্স, একটি অতিরিক্ত ফ্ল্যাশ এবং একটি ট্রাইপড রাখুন।

মনে রাখবেন, লাইট এবং অন্যান্য স্টুডিও সরঞ্জাম ভাড়া পাওয়া যায়। এমনকি এখন স্টুডিও স্পেসও ভাড়া পাওয়া যায়। সুতরাং শুরুতে অতিরিক্ত সরঞ্জাম কেনার কোনো প্রয়োজন নেই। এতে আপনার ব্যবসায় লোকসান হতে পারে। ধৈর্য্য ধরুন, সময় পরিবর্তনের সাথে সাথে ব্যবসার অবস্থা বুঝে পর্যায়ক্রমে সবকিছু কিনে নিতে পারবেন।

৫. সঠিক পদ্ধতিতে মার্কেটিং করুন

পরবর্তী বিষয় হলো মার্কেটিং তথা বিপণন। অনেক ফটোগ্রাফার আছে যারা খুব ভাল কাজ করেন কিন্তু যথাযথ মার্কেটিংয়ের অভাবে ব্যবসায় ভাল করতে পারেন না। আপনি শুরুতে সাধারণ কিছু কাজ দিয়ে মার্কেটিং শুরু করতে পারেন। যেমন একটি ওয়েবসাইট তৈরি, সামাজিক যোগযোগ মাধ্যমগুলোতে প্রোফাইল বা পেজ তৈরি, আপনার কাজের পোর্টফোলিও ও ব্র্যান্ড লোগো ইত্যাদি।

যেহেতু আপনার একটি ব্যবসায় পরিকল্পনা আছে, সেহেতু সেই পরিকল্পনার আলোকে আপনি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি পর্যায়ে প্রচার চালাতে পারেন। তবে মনে রাখতে হবে শুধু সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচারই যথেষ্ট নয়। কেননা আমরা তো সামাজিক মাধ্যমে রোজ অনেক ছবি দেখি, কিন্তু কয়টার কথা আমাদের মনে থাকে বা প্রয়োজনে কাদের আমরা খুঁজি? সুতরাং একটি ব্র্যান্ড লোগো ও নাম প্রচারের ক্ষেত্রে অবশ্যই গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে।

৬. ধৈর্যশীলতা ও পেশাদারিত্ব

নিশ্চয়ই আপনি এখন নিজের ফটোগ্রাফি ব্যবসা শুরু করতে প্রস্তুত? উপরের বিষয়গুলো যদি নিশ্চিত করতে পারেন তবে অবশ্যই আজই শুরু করতে পারেন। তবে মনে রাখতে হবে বাইরে থেকে ফটোগ্রাফি যতটা চমৎকার আর মজার কাজ মনে হয়, বাস্তবে ঠিক তেমনটা নয়। এখানে ধৈর্যশীলতা ও পেশাদারিত্ব সবার আগে। আপনি খুব ভালো ফটোগ্রাফার হতে পারেন, সেটা আপনার কাজের গুণগত মান কিন্তু সাফল্য পেতে সময় লাগবেই।

তথ্যসূত্র: ইন্টারনেট

■ লেখক: জন্মজয় কুমার দাশ
সম্পাদক
স্কাউটস ক্লিক (একটি ফটোগ্রাফিক সংগঠন)

থীম: PHOTOGRAPHY BY BANGLADESHI SCOUTS

Regd. No. DA-35 Monthly The Agradoot Bangladesh Scouts, Year 63, Issue 08, August 2019

ISO 9001 : 2000 CERTIFIED

পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিঃ

POWER GRID COMPANY OF BANGLADESH LTD.

(An Enterprise of Bangladesh Power Development Board)

ন্যাশনাল পাওয়ার গ্রীড এর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মান সম্পন্ন বিদ্যুৎ নিরবিচ্ছিন্নভাবে দেশের সকল মানুষের নিকট পৌছে দেয়াই আমাদের অঙ্গিকার

- গ্রীড উপকেন্দ্র, গ্রীড লাইন ও টাওয়ার আমাদের জাতীয় সম্পদ, তা রক্ষা করা আমাদের সকলের দায়িত্ব।
- গ্রীড উপকেন্দ্র, সঞ্চালন লাইন ও বৈদ্যুতিক টাওয়ারের গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রাংশ চুরি প্রতিরোধে সহায়তা করুন, বড় ধরণের বিদ্যুৎ বিপর্যয় থেকে দেশকে বাঁচান।
- অবৈধ বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হোন এবং বিদ্যুৎ চুরি প্রতিরোধে বিদ্যুৎ কর্মীদের সহায়তা করুন।
- বৈদ্যুতিক টাওয়ারের সংস্পর্শে আসবেন না, নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখুন।
- গ্রীড লাইন ও টাওয়ার হতে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে স্থাপনা নির্মাণ করুন।
- বৃক্ষরোপন কর্মসূচী পালন কালে গ্রীড লাইন ও টাওয়ার হতে নিরাপদ দূরুত্বে স্থান নির্বাচন করুন।
- আপনার গ্রাহক অধিকার এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হোন।
- বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাশ্রয়ী হোন। মনে রাখুন আপনি বিদ্যুৎ সাশ্রয় করলে তা অন্য একজন ব্যবহার করতে পারে। এমনকি ইহা গুরুত্বর অসুস্থ একজনের জীবন বাঁচানোর কাজে লাগতে পারে।
- বিদ্যুৎ অপচয় রোধে সচেতনভাবে ফ্যান, বাতি ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করুন।
- বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী (CFL/T5) বাল্ব ব্যবহার করুন।
- দিনের আলোতে প্রয়োজনীয় কাজ শেষ করুন।
- বিকাল ৫:০০ টা হতে রাত ১১:০০টা পর্যন্ত সময়ে দোকান, শপিংমল, বাসাবাড়ীতে আলোকসজ্জা হতে বিরত থাকুন। এ সময়ে সর্বোচ্চ জাতীয় বিদ্যুৎ চাহিদার গ্রাহক প্রান্তের ব্যবস্থাপনায় সক্রিয় ভূমিকা রাখুন।

Editor: MD. ABDUL HAQUE, Published by Arshadul Mukaddish, Executive Director on behalf of Bangladesh Scouts, National Scout Bhaban 60, Anjuman Mufidul Islam Road, Kakrail, Dhaka-1000, Bangladesh. Phone: 9337714. Printed by: Dot Net Limited, 51-51/A, Purana Paltan, Dhaka-1000, Phone: 9563578